স্বাধীন ফিলিস্তিন প্রতিষ্ঠায় বৈশ্বিক জোট গঠনের ঘোষণা সৌদির

সারে-জমিন

হাঁটু জলের মধ্যেই ক্লাস করছে শিশু পড়ুয়ারা

রূপসী বাংলা

ইসরায়েল যখন যুদ্ধকে 'মহাসুযোগ' মনে করে

সম্পাদকীয়

ফিরহাদের ওএসডির বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের

সাধারণ

বোরজার হ্যাটট্রিকে ফের হারতে হল ইস্টবেঙ্গলকে

খেলতে খেলতে

আপনজন

APONZONE
Bengali Daily

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

শনিবার
২৮ সেপ্টেম্বর, ২০২৪
১২ আশ্বিন ১৪৩১
২৪ রবিউল আউয়াল, ১৪৪৬ হিজরি

সম্পাদক
জাইদুল হক

Vol.: 19 ■ Issue: 264 ■ Daily APONZONE ■ 28 September 2024 ■ Saturday ■ Kolkata ■ RNI: WBBEN/2004/14450 ■ Price: Rs. 5.00 ■ Pages: 6 ■ www.aponzonepatrika.com/epaper.php ■ aponzone@gmail.com

প্রথম নজর

উচ্চ প্রাথমিকে শিক্ষক নিয়োগে কাউন্সেলিং শুরু ৩ অক্টোবর থেকে

নিজস্ব প্রতিবেদক ● কলকাতা

আপনজন: কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশে প্রায় ৯ বছর পর নিয়োগ জট কেটেছে উচ্চ প্রাথমিকে শিক্ষক নিয়োগ প্রক্রিয়ার। তাই এবার শুরু হচ্ছে নিয়োগ প্রক্রিয়া। ইতিমধ্যে কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশ মেনে স্কুল সার্ভিস কমিশন উচ্চ প্রাথমিকের মেধাতালিকা প্রকাশ করেছে। আর এবার প্রকাশ করল নিয়োগ করার জন্য কাউন্সেলিং সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি। শুক্রবার স্কুল সার্ভিস কমিশন মেধা তালিকা প্রকাশের এক মাসের মধ্যেই উত্তীর্ণ প্রার্থীদের তিন দফা কাউন্সেলিংয়ের সূচি প্রকাশ করেছে। এই কাউন্সেলিং অনুষ্ঠিত হবে সল্টলেকে স্কুল সার্ভিস কমিশনের সদর দফতর আচার্য সদনে।

৩ অক্টোবর সকাল সাড়ে ১০টায় আচার্য সদনে শুরু হচ্ছে কাউন্সেলিং। একেবারে আদালতের নির্দেশ মেনেই এই কাউন্সেলিং প্রক্রিয়া শুরু করা হচ্ছে। যে ১৪ হাজারের বেশি শূন্যপদে নিয়োগ হবে তার জন্য বেশ কয়েক দফায় কাউন্সেলিং হবে। তবে স্কুল সার্ভিস কমিশন জানিয়েছে আপাতত ৩ ও ৪ অক্টোবর কাউন্সেলিং হবে যেখানে প্রতিদিন গড়ে প্রায় ৫০০ জনের। কোন দিন, কোন বিষয়ের কতজন প্রার্থীকে কাউন্সেলিং-এর জন্য ডাকা হয়েছে, তা উল্লেখ করা

হয়েছে ওই বিজ্ঞপ্তিতে। পুজোর আগে মাত্রই এই দুদিন কাউন্সেলিং হবে। তারপর আবার পুজোর পরে কাউন্সেলিং হবে ২৪, ২৫, ২৮ ও ২৯ অক্টোবর। বাকি থাকা প্রার্থীদের আবার কবে কাউন্সেলিং হবে তার কথা অবশ্য বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়নি। কারণ, এসএসসির মেধা তালিকায় স্থান পাওয়া সকল প্রার্থীর কাউন্সেলিং সম্পন্ন করতে হবে। প্রথম ধাপে কাউন্সেলিং হবে ৮৯৪৫ জন প্রার্থীর।

বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, আগামী ১ অক্টোবর স্কুল সার্ভিস কমিশনের ওয়েবসাইট www.westbengalssc.com থেকে ডাউনলোড করা যাবে কাউন্সেলিং-এর ইন্টিমেশন লেটার। ২০১৫ সালে পরীক্ষার পর থেকে নিয়োগ প্রক্রিয়া আটকে আছে। হাইকোর্টের রায়ে সেই জট কাটতে চলেছে। ডিভিশন বেঞ্চের নির্দেশ অনুসারে আগামী ২১ নভেম্বরের মধ্যেই ১৪,০৫২ জন প্রার্থীর নিয়োগে চাকরি সুনিশ্চিত করতে হবে। কমিশনের ঘোষণা অনুযায়ী, শূন্যপদের সংখ্যা ১৪,৩৩৯।

যোগী রাজ্যে নৃশংসতা! স্কুলের সাফল্য আনতে দ্বিতীয় শ্রেণির ছাত্রকে 'কালো জাদু' করে বলি

আপনজন ডেস্ক: উত্তরপ্রদেশের হাথরাসে একটি বেসরকারি স্কুলের দ্বিতীয় শ্রেণির এক ছাত্রকে 'কালো জাদু' করে বলি দেওয়া হয়েছে। রাসগাওয়ানের ডিএল পাবলিক স্কুলের 'সাফল্য' আনতে চলতি সপ্তাহের শুরুতে স্কুলের হোস্টেলে খুন করা হয় ১১ বছরের কিশোর পড়ুয়াকে।

পুলিশ জানিয়েছে, এই ঘটনায় স্কুলের মালিক যশোদন সিং, তার ছেলে ডিরেক্টর দীনেশ বাঘেল, শিক্ষক রামপ্রকাশ সোলাঙ্কি, বীরপাল সিং এবং লক্ষ্মণ সিং-সহ পাঁচজনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।

পুলিশ আরও জানিয়েছে, স্কুলের পরিচালকের বাবা যশোদন সিং 'কালো জাদুতে' বিশ্বাস করতেন। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, স্কুলের বাইরে একটি টিউবওয়েলের কাছে ওই কিশোরকে খুন করতে চেয়েছিল অভিযুক্ত। কিন্তু তাকে হোস্টেল থেকে বের করে নিয়ে যাওয়ার সময় সে চিৎকার শুরু করলে তাকে শ্বাসরোধ করে হত্যা করতে বাধ্য করা হয়। তদন্তে নেমে স্কুলের আশপাশে 'ব্ল্যাক ম্যাজিক' সংক্রান্ত জিনিসপত্র পাওয়া যায়। এর আগে গত ৬ সেপ্টেম্বর ৯ বছরের আরেক ছাত্রকে 'বলি' দেওয়ার চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয় অভিযুক্তরা। ছাত্রীর বাবা কৃষ্ণ কুশওয়াহার দায়ের করা অভিযোগে

বলা হয়েছে, সোমবার স্কুল কর্তৃপক্ষের তরফে তার কাছে ফোন আসে যে তার ছেলে অসুস্থ হয়ে পড়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, কুশওয়াহা স্কুলে পৌঁছনোর পর কর্তৃপক্ষ তাকে জানান, স্কুলের ডিরেক্টর তার ছেলেকে গাড়িতে করে হাসপাতালে নিয়ে গিয়েছেন। পরে বাঘেলের গাড়ি থেকে ছেলের দেহ উদ্ধার করেন তিনি।

হাথরসের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার অশোক কুমার জানিয়েছেন, স্কুলের সমৃদ্ধি আনতে এবং পরিচালকের পরিবারকে ব্যক্তিগত সমস্যা থেকে মুক্তি দেওয়ার উদ্দেশ্যে একটি অনুষ্ঠানের অংশ হিসাবে ছেলেটিকে হত্যা করা হয়েছে। এ ঘটনায় স্কুলের পরিচালক, তার বাবা ও তিন শিক্ষককে গ্রেফতার করা হয়েছে। তদন্তে নেমে স্কুল চত্বরের একটি ঘরে দড়ি, ধর্মীয় ছবি, চাবিসহ চাঞ্চল্যকর প্রমাণ পাওয়া যায়। পুলিশ যখন সন্দেহভাজনদের জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করে তখন হত্যার শীতল বিবরণ প্রকাশিত হয়। অভিযোগ, ২২ সেপ্টেম্বর রাতে ঘুমন্ত অবস্থায় সোলাঙ্কি নামে এক শিক্ষিকা শিশুটিকে তুলে নিয়ে যায় এবং পূর্ব নির্ধারিত ঘরে 'বলি' দেওয়ার উদ্দেশ্যে তাকে বাইরে নিয়ে আসে। তবে ছেলেটি জেগে উঠে কাঁদতে শুরু করে, যার ফলে সোলাঙ্কি তার পরিবর্তে তাকে শ্বাসরোধ করে হত্যা করে। বীরপাল ও লক্ষ্মণ সিং এই হত্যাকাণ্ডের তদারকি করতে দাঁড়িয়েছিলেন বলে অভিযোগ। তদন্তে জানা গিয়েছে, মাস দুয়েক আগে ডাইনি বিদ্যায় বিশ্বাসী পরিচালকের বাবা যশোদন সিং এই নৃশংস ঘটনার ছক কষেছিলেন। তিনি তার ছেলেকে তাদের ব্যক্তিগত সমস্যা সমাধান করতে এবং স্কুলে ভাগ্য ফেরাতে নাবালিকাকে বলি দেওয়ার পরামর্শ দিয়েছিলেন, তবে পরিকল্পনাটি বিলম্বিত হয়েছিল। অবশেষে পুলিশি জিজ্ঞাসাবাদে যশোদন ষড়যন্ত্রের কথা স্বীকার করে নেন। ছেলেটির বাবা, যিনি ২৩ সেপ্টেম্বর সাহপাউ থানায় একটি এফআইআর দায়ের করেছিলেন, তিনি তার ছেলের মৃতদেহ খুঁজে পাওয়ার আগে ঘটে যাওয়া অস্বস্তিকর নানা ঘটনার বর্ণনা দিয়েছেন। স্কুলের পরিচালক সেদিন সকালে ছেলেটির বাবা-মাকে ফোন করে দাবি করেছিলেন যে শিশুটি অসুস্থ এবং তার অবিলম্বে চিকিৎসার প্রয়োজন। বাবা-মাকে জানানো হয়েছিল যে ছেলেটিকে আগ্রার একটি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। কিন্তু হস্টেলে পৌঁছে ছেলে ও ডিরেক্টরকে নিখোঁজ দেখতে পেয়ে তাঁদের সন্দেহ হয়। বাবা-মা তৎক্ষণাৎ পুলিশের সঙ্গে যোগাযোগ করেন এবং বাঘেলকে অনুসরণ করেন, যিনি তার গাড়ি থামাতে অস্বীকার করেছিলেন। তাকে খুঁজে বের করে তারা গাড়ির ভেতর ছেলের প্রাণহীন দেহ দেখতে পান। পুলিশের কাছে বাঘেল প্রাথমিক বিবৃতিতে দাবি করেছিলেন যে ছেলেটি অসুস্থ হয়ে পড়েছিল ও তাকে আগ্রার হাসপাতালে নিয়ে যান। তবে পরে ময়নাতদন্তে নিশ্চিত হওয়া যায় যে ছেলেটিকে শ্বাসরোধ করে হত্যা করা হয়েছিল। পুলিশের কাছে বাঘেল স্বীকার করেন, বাবার নির্দেশে তিনি শিক্ষকদের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে বলি দিয়েছেন।

গুজরাতে ওয়াকফ বিল নিয়ে জেপিসির বৈঠকে ওয়াইসি-হর্ষ বাকযুদ্ধ

আপনজন ডেস্ক: ওয়াকফ সংশোধনী বিল নিয়ে পরামর্শ নেওয়ার জন্য গঠিত যৌথ সংসদীয় কমিটি (জেসিপি) শুক্রবার আহমদাবাদে যায় এবং গুজরাতে ওয়াকফ বোর্ড এবং রাজ্য সরকারের কর্মকর্তাদের সাথে বৈঠক করে। প্যানেল সদস্যরা শুক্রবার সকালে রাজধানীর তাজ স্কাইলাইনে পৌঁছন এবং বেশ কয়েকটি সভা করেন। বিভিন্ন দলের কর্মকর্তা এবং নেতারা উপস্থাপনা এবং স্মারকলিপির মাধ্যমে তাদের মতামত এবং সংরক্ষণ উপস্থাপন করেন।

বৃহস্পতিবার থেকে মহারাষ্ট্র, তেলেঙ্গানা, তামিলনাড়ু ও কর্নাটকসহ বিভিন্ন সফর শুরু করেছে জেপিসি। আগামী ১ অক্টোবর এ সফর শেষ হবে।

শুক্রবার আহমেদাবাদে ২০ সদস্যের জেপিসির একটি উচ্চ পর্যায়ের বৈঠক ডাকা হয়েছিল, যেখানে ওয়াকফ সংশোধনী বিলের সম্ভাব্য সুবিধা এবং প্রভাবগুলি তুলে ধরা হয়। অধিবেশনে গুজরাট ওয়াকফ বোর্ডের চেয়ারম্যান এবং অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বের মতো মূল অংশগ্রহণকারীরা অন্তর্ভুক্ত ছিলেন, যা আলোচনাকে আরও তীব্র করে তোলে।

সূত্রের খবর, আমেদাবাদে জেপিসি-র বৈঠক চলাকালীন প্যানেলের সদস্য অল ইন্ডিয়া মজলিস-ই-ইত্তেহাদুল মুসলিমিন (এআইএমআইএম) প্রধান আসাদুদ্দিন ওয়াইসি এবং স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী হর্ষ সাংভির মধ্যে তীব্র

বাক্য বিনিময় হয় সুরাট পৌর কর্পোরেশন ভবন নিয়ে। ২০১৬ সালের মার্চ মাসে সুরাটের সোদাগরওয়াড়ের বাসিন্দা আবদুল্লাহ গুজরাট স্টেট ওয়াকফ বোর্ডের কাছে মুঘলসরাই নামে পরিচিত একটি সম্পত্তির রেজিস্ট্রেশন চেয়ে আবেদন করেন। সুরাট মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের অফিস স্পেস থাকা ওই সম্পত্তিকে ওয়াকফ জমি বলে দাবি করা হয়েছিল। ১৮৬৭ সাল থেকে বিতর্কিত সম্পত্তির দখলে রয়েছে সুরাট মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন। এই বিষয়টি নিয়ে পরে এআইএমআইএম প্রধান আসাদউদ্দিন ওয়াইসি এবং স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী হর্ষ সাংভির মধ্যে মৌখিক বাক্য বিনিময়ের মাধ্যমে উত্তেজনার সূত্রপাত করে। উপস্থিত ছিলেন জামালপুর-খাড়িয়া থেকে নির্বাচিত কংগ্রেস বিধায়ক ইমরান খেড়াওয়ালা। সূত্রের খবর, গুজরাটের ওয়াকফ বোর্ড ৪৫ হাজারেরও বেশি সম্পত্তির তদারকি করে, যার মধ্যে ৩৯ হাজারেরও বেশি স্থাবর সম্পত্তি রয়েছে। বিস্তৃত তালিকায় কেবল কবরস্থান, মসজিদ এবং মাদ্রাসা নয়, আবাসিক বাড়ি, কৃষিজমি, দোকানপাট, প্লটও রয়েছে।

প্রথম নজর

কলকাতায় পুজো মণ্ডপের সুরক্ষা খতিয়ে দেখল পুলিশ

নিজস্ব প্রতিবেদক ● কলকাতা

আপনজন: শহরের নাম করা পুজো মণ্ডপ-গুলির সুরক্ষা ব্যবস্থা খতিয়ে দেখতে আজ মোট ১০ টি পুজো মন্ডপ পরিদর্শন কলকাতা পুলিশের জয়েন্ট সিপি সদর মিরাজ খালিদ-এর। চেতলা অগ্রনী ক্লাব দিয়ে শুরু হয় পুজো মণ্ডপ পরিদর্শন। চেতলা অগ্রণী ক্লাবের জয়েন্ট সিপি সদর মিরাজ খালিদের সঙ্গে ছিলেন ডিসি সাউথ প্রিয়ব্রত রায়। দুর্গাপূজার সময়ে শহরের নামী পুজো মণ্ডপগুলির নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে শুক্রবার কলকাতা পুলিশের যুগ্ম পুলিশ কমিশনার (সদর)মিরাজ খালিদ ১০টি পুজো মণ্ডপ পরিদর্শন করেন। চেতলা অগ্রণী ক্লাব দিয়ে পরিদর্শনের কাজ শুরু হয়।
তার সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন ডিসি সাউথ প্রিয়ব্রত রায়। পুজোর সময় প্রচুর মানুষের সমাগম হয়, তাই নিরাপত্তা ব্যবস্থার কোনো ফাঁক রাখা যাবে না, এই মর্মে সুরক্ষা ব্যবস্থা পর্যবেক্ষণ করা হয়। জঙ্গি কার্যকলাপের যাতে কোন ঘটনা না ঘটে তার জন্য নিরাপত্তা ব্যবস্থা খতিয়ে দেখেন কলকাতা পুলিশের আধিকারিকরা। এরপর নিউ আলিপুর সুরুচি সংঘের পূজা মণ্ডপে যান মিরাজ খালিদ, সেখানে পুজোর উদ্যোক্তাদের সঙ্গে সঙ্গে সুরক্ষা ব্যবস্থাও খতিয়ে দেখা হয়। সেখানেও তিনি স্থানীয় পুলিশ ও মণ্ডপের আয়োজকদের সঙ্গে আলোচনা করেন। যাতে জনসুরক্ষা ও ভিড় নিয়ন্ত্রণের পর্যাপ্ত ব্যবস্থা থাকে।
এই পর্যবেক্ষণ পর্বে শহরের বেশ কয়েকটি বিখ্যাত মণ্ডপ অন্তর্ভুক্ত ছিল।

শিকদারপুরে ভয়াবহ গঙ্গা ভাঙন

নিজস্ব প্রতিবেদক ● অরঙ্গাবাদ

আপনজন: সামশেরগঞ্জের শিকদারপুরে ভয়াবহ গঙ্গা ভাঙ্গন। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যার পর থেকে গঙ্গা ভাঙনের কবলে শিকদারপুরের বিস্তৃর্ণ এলাকায়। ইতোমধ্যেই গঙ্গা গর্ভে তলিয়ে গিয়েছে তিনটি বাড়ি। তলিয়ে গেছে মাটির বাঁধের একাংশ, গাছ পালা। আতঙ্কে বাড়িঘর ছেড়ে অন্যত্র পালাচ্ছেন এলাকার বাসিন্দারা। যদিও নদীর জলস্তর কম থাকায় বন্যার হাত থেকে আপাতত রক্ষা পেয়েছেন এলাকাবাসী। শুক্রবার সকালে ভাঙ্গন কবলিত এলাকা পরিদর্শনে যান সামশেরগঞ্জের বিধায়ক আমিরুল ইসলাম। খতিয়ে দেখেন পরিস্থিতি। বিপদের এই সময়ে অযথা গুজব ছড়িয়ে মানুষকে আতঙ্কিত করা থেকে দূরে থাকার আহ্বান জানান তিনি।

বিদ্যাসাগর স্মরণ বালিকা বিদ্যালয়ে

আপনজন: হাওড়া জেলার পাঁচলা থানায় গঙ্গাধরপুর বালিকা বিদ্যামন্দিরে বিদ্যাসাগরের জন্ম দিন পালন করা হল। বিদ্যাসাগরের প্রতিকৃতিতে মাল্য দান করেন বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধান ক্ষিকা শিপ্রা দাস। ছিলেন অন্যান্য শিক্ষিকা ও ছাত্রীরা।

ফের বৃষ্টিতে শিলাবতী নদীর জলে ডুবে যাচ্ছে কাঠের সাঁকোও

নিজস্ব প্রতিবেদক ● জলপাইগুড়ি

আপনজন: আবারো নিম্নচাপে গত দুদিনের বৃষ্টিতে শিলাবতী নদীর জল স্তর বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে কাঠের সাঁকো ডুবছে। যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হতে চলেছে একাধিক গ্রামের। চরম চিন্তায় নদীর তীরবর্তী এলাকার মানুষজন। আশঙ্কায় দিন কাটাচ্ছেন একাধিক এলাকায় শিলাবতি নদীর ভাঙ্গনে জল ঢোকার আশঙ্কা। শীলাবতী নদীর দুর্বল বাঁধ গুলি ভাঙার আশঙ্কা। ফলে দুশ্চিন্তায় নদী তীরবর্তী এলাকার মানুষজন। পশ্চিম মেদিনীপুরের চন্দ্রকোনা দু'নম্বর ব্লকের উপর দিয়ে বয়ে যাওয়ার শিলাবতী নদী এলাকায় কাঠের সেতুটি ডুবছে জলে। ঘাটাল ইতিমধ্যেই বন্যার জলে জলমগ্ন ।আবারো এই জল গিয়ে পড়বে ঘাটালে। আবারো প্লাবনের আশঙ্কা ঘাটালবাসীর। পাশাপাশি কিছুদিন পরেই বাঙালির শ্রেষ্ঠ উৎসব দুর্গোৎসব এই নিম্নচাপের প্রভাবে মৃৎশিল্পী থেকে মন্ডপ শিল্পীরা চরম দুশ্চিন্তায়। প্রতিমা সঠিক সময়ে মন্ডপে পৌঁছতে পারবেন কিনা তা নিয়ে সন্দেহ দেখা দিয়েছে। মন্ডপ শিল্পীরাও খুবই চিন্তিত সঠিক সময়ে মন্ডপ সজ্জা তুলে ধরতে পারবেন কিনা। ইতিমধ্যেই বাঁশ এবং কাঠামোর কাজ শেষের পর্যায়ে। নিম্নচাপের প্রভাবে বাড়ির মধ্যেই চলছে থিমের কারুকার্যের কাজ। প্রস্তুতি তুঙ্গে । অথচ অসুর হয়ে দাঁড়িয়েছে নিম্নচাপের বৃষ্টি। শাকসবজির দাম বেড়েছে নিম্নচাপের বৃষ্টির ফলে। নষ্ট হয়েছে বিঘার পর বিঘা ধান জমি। এদিকে,জলপাইগুড়ি জেলা জুড়ে অনবরত বৃষ্টি, ব্যাহত জনজীবন।গত বুধবার রাত থেকেই অনবরত বৃষ্টি জলপাইগুড়ি জেলা জুড়েই। একদিকে ধান চাষীদের ক্ষেত্রে সুবিধা হলেও সাধারণ পথ চলতি মানুষ থেকে শুরু করে ছোটখাটো ব্যবসায়ীদের ক্ষেত্রে অনেকটাই সমস্যা বলে মনে করছেন অনেকেই। শুক্রবার সকাল থেকে অনবরত বৃষ্টির জেরে জেলার বিভিন্ন নদীগুলি ফুলে ফেঁপে উঠছে। পাশাপাশি হাওয়া অফিসের তরফে ইতিমধ্যেই হলুদ সর্তকতা জারি করা হয়েছে।

বৃষ্টি উপেক্ষা করে প্রাইমারি চাকরি প্রার্থীরা চালিয়ে যাচ্ছেন ধর্না

নকীব উদ্দিন গাজী ● ডা. হারবার

আপনজন: নিয়োগের দাবিতে ধর্না মঞ্চে জল ঝড় বৃষ্টি উপেক্ষা করে প্রতিবাদ ২০০৯ এর প্রাথমিকের চাকরিপ্রার্থীদের।
শুক্রবার দিন ডায়মন্ড হারবার প্রাথমিক শিক্ষা সংসদ অফিসের সামনে নিয়োগের দাবিতে ধর্না মঞ্চে নিজেদের মাথা মুন্ডন মরে প্রতিবাদ জানানর আট দিন কেটে গেলেও এখনো কোনো সবুজ সংকেত পাইন আন্দোলনকারীরা। আন্দোলনকারীদের অভিযোগ, ২০০৯ এর দক্ষিণ ২৪ পরগনার প্রাথমিকে নন জয়েনিং পদে মেধার ভিত্তিতে নিয়োগ দিতে হবে। এমনকি নিয়োগের মামলা চলছে সুপ্রিম কোর্টে সেখানে তিন সপ্তাহের মধ্যে রাজ্যকে হলফনামা দেওয়ার কথা বলা হলেও সময় পেরিয়ে গেলেও আজও সেই হলফনামা জমা করা হয়নি।
তাই নিজেদের নিয়োগের দাবিতে ডায়মন্ড হারবার প্রাথমিক শিক্ষা সংসদের অফিসের লাগাতার ধরনাতে আন্দোলনকারীরা। আন্দোলনকারীদের দাবি পূজোর আগে চাকরির নিয়োগ পত্র দিতে হবে না হলে বড়সড় আন্দোলনের মুখে তারা নামতে পারে। অন্যদিকে দক্ষিণ ২৪ পরগনার প্রাথমিক শিক্ষা সংসদের চেয়ারম্যান জানার নিয়ম মেনে ২০০৯ এর নিয়োগ সম্পন্ন হয়েছে নিয়োগে কোনো রকম কোনো দুর্নীতি হয়নি বলে দাবি।

পূজার মুখে ঘর ছাড়া একটি পরিবার

দেবাশীষ পাল ● মালদা

আপনজন: পূজার মুখে ঘর ছাড়া একটি পরিবার।বৃহস্পতিবার রাতে হঠাৎই আগুন লাগে একটি বাড়িতে। ঘটনাটি ঘটে বৃহস্পতিবার রাতে বামনগোলা ব্লকের পাকুয়াহাট অঞ্চলের, খিরিপাড়া এলাকায়। হঠাৎই দাউ দাউ করে জ্বলতে থাকে বাড়ি আগুন। এলাকাবাসীর দেখতে পেয়ে পরিবারের লোকজন ফোন করে জানাই।গ্রামের লোকজন আগুন নেভানোর চেষ্টা করে।পরিবারের লোক মেয়ের পরীক্ষার জন্য তারা মালদা শহরে গিয়েছিল বৃহস্পতিবার সেই রাতেই বাড়িতে তালা বন্ধ করে ইলেকট্রিক বন্ধ করে যায়। হঠাৎ আগুন ধরে যাওয়াকে কেন্দ্র করে এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়াই।পরিবারের লোকে খবর দিলে খবর পেয়ে পরিবারের লোক ছুটে আসতে পাকুয়াহাট এলাকার খিড়িপাড়া নিজের বাড়িতে।বাড়ি আসতেই বাড়ির সব কিছু পুরে ছাই হয়ে যায়। পরিবার রয়েছে দুই মেয়ে ও স্বামী। কাজের সূত্রে ভিন রাজ্যে থাকেন স্বামী। পরিবার তরফে জানান ঘরে আসবাবপত্র থেকে শুরু করে ঘরে নগদ ১ লাখ টাকা সহ ১৫ ভরি সোনার গহনা পুড়ে ছারখার হয়ে যায় অসহায় অবস্থায় কান্নায় ভেঙে পড়ে পরিবারের লোকজন যদিও পরিবারের লোকজনের দাবি বাড়িতে ইলেকট্রিক বন্ধ রেখেই ঘরে তালা বন্ধ করে যায়। মালদা শহরে মেয়ে পরীক্ষার জন্য। রাতে খবর পাই বাড়িতে দাউ দাউ করে জ্বলছে আগুন বাড়ি পৌঁছাতেই বাড়ির সর্বস্ব পুড়ে শেষ হয়ে যায়।

প্রবল বর্ষণে বিপর্যস্ত পাহাড় ও সমতল, বিপদসীমায় তিস্তার জল

নিজস্ব প্রতিবেদক ● দার্জিলিং

আপনজন: প্রবল বৃষ্টিতে পাহাড়ে ধ্বস, বিচ্ছিন্ন যোগাযোগ।প্রবল বর্ষণের জেরে বিপজ্জনক পরিস্থিতি পাহাড়ে। ধ্বসের জেরে বিচ্ছিন্ন একাধিক জায়গা। একাধিক জায়গায় ধ্বসের পাশাপাশি বিরিকদাড়া, শ্বেতিঝোরার মতো এলাকাগুলিতে পাহাড় থেকে বোল্ডার গড়িয়ে পড়ায় নতুন করে বন্ধ হয়ে গিয়েছে ১০ নম্বর জাতীয় সড়ক। এছাড়াও, মিরিক রোড, দুধিয়া-পানিঘাটা, দার্জিলিংয়ের সুখিয়াপোখরি সহ বেশ কয়েকটি জায়গায় শুক্রবার নতুন ধ্বস নামায় রাস্তা বন্ধ।কালিম্পংয়ে একাধিক জায়গায় ধ্বস নামার পাশাপাশি শুক্রবার সকালে ধ্বসে বিদ্যুতের পোল ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় গ্রাম তো বটেই শহরের একাধিক জায়গায় বিদুৎ নেই। সবমিলিয়ে চরম দুর্ভোগে পড়তে হয়েছে সাধারণ মানুষকে। সেবক রোড খোলা থাকলেও যেভাবে তিস্তায় জলস্ফীতি ঘটছে, তাতে এই রাস্তাটি বন্ধ হয়ে যাবে বলে আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। কালিম্পং এবং দার্জিলিং জেলা প্রশাসনের তরফে সকলকে সতর্ক থাকার পরামর্শ দেওয়ার পাশাপাশি প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করা হচ্ছে। অন্যদিকে, ঝাড়গ্রামে রাস্তার মাঝে এক কোমর জল। ফলে বাংলা - ঝাড়খন্ড যোগাযোগ প্রায় বিচ্ছিন্ন। স্কুল, স্বাস্থ্য কেন্দ্রে পৌছাতে কয়েক কিলোমিটার ঘুরে অন্য রাস্তা দিয়ে চলাচল করতে হচ্ছে । ছোট গাড়ি চলালচল বন্ধ। সমস্যা সমাধান না হওয়ায় ক্ষুব্ধ এলাকাবাসী। ঝাড়গ্রাম জেলার বেলপাহাড়ি থানার সোন্দাপাড়া অঞ্চলের মুড়ারি গ্রামের রাস্তার উপর জমা জলে দুর্ভোগ। যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন পাশ্ববর্তী রাজ্য ঝাড়খন্ডের সংযোগকারি রাস্তা। গত প্রায় তিন বছর ধরে বৃষ্টি হলেই মুড়ারি মেন রোড পুকুরে পরিনত হয়ে যায়। পাশ্ববর্তী এলাকার জল এসে জমা হয়ে যায়। এবার অতি বৃষ্টির ফলে প্রায় এক কোমোর এর বেশী জল জমা হয়েছে ঐ রাস্তায়। ফলে ছোটগাড়ি, ট্রেকার ,অটো চলাচল বন্ধ। ঐ রাস্তা পেড়িয়ে মুড়ার হাইস্কুল অথবা প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে যেতে চরম ভোগান্তির শিকার ছাত্র ছাত্রী সহ সাধারন মানুষ। প্রায় ১৫ টি গ্রামের মানুষকে হয়রানির শিকার হতে হচ্ছে বারবার। বার বার প্রশাসনকে বলেও কোনো লাভ হয়নি বলে অভিযোগ এলাকাবাসীর। শুধু জমা জল নয়। তার পাশাপাশি নারায়নপুর থেকে ঝাড়খণ্ড বর্ডার পর্যন্ত রাস্তার অবস্থা বেহাল। প্রায়ই দূর্ঘটনার কবলে পড়তে হচ্ছে। বিডিও নিজেও একাধিক বার এই পরিস্থিতি সরজমিনে দেখে গেছেন। তারপরও কোনো সুরাহা নেই। রাস্তার উপরই অবস্থান করছে পুকুর।

বৃষ্টির জেরে শ্রেণিকক্ষে হাঁটু জলের মধ্যেই ক্লাস করছে শিশু পড়ুয়ারা

আরবাজ মোল্লা ● নদিয়া

আপনজন: অতিবৃষ্টিতে এবার ভগ্না দশা একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের। প্রত্যেকটি ক্লাসরুমে জমে রয়েছে হাঁটু জল। জলের মধ্যেই পঠন পাঠন করতে হচ্ছে ছাত্র ছাত্রীদের। ফলে অতিষ্ঠ হয়ে উঠছেন স্কুলের শিক্ষক এবং শিক্ষিকারাও। কাদা জল পেরিয়ে পঠন পাঠনের জন্য স্কুলে আসতে হয় ছাত্রছাত্রীদের, এমনই পরিস্থিতিতে রয়েছে কৃষ্ণগঞ্জ ব্লকের চৌগাছা গাজন তলা প্রাথমিক বিদ্যালয়। জানা যায়, এই বিদ্যালয়ের জলমগ্ন পরিস্থিতি বেশ কিছুদিন ধরেই। এমনিতে পরপর দুটি নিম্নচাপের কারণে অতি ভারী বৃষ্টিপাত হয় কৃষ্ণগঞ্জ বিধানসভার একই পরিস্থিতি। ওই বিদ্যালয়ের শিক্ষিকা প্রিয়াঙ্কা খাঁ জানান, স্কুলটি বেশ কয়েক বছর সংস্কার না করার কারণে রাস্তার জমে থাকা জল কুলের ক্লাসরুমে ঢুকে পড়ে,রয়েছে প্রচুর সংখ্যক ছোট ছোট ছাত্র-ছাত্রী। যেখানে ক্লাস শুরু হওয়ার আগে প্রার্থনা এবং সংগীত হওয়া দরকার,আর সেখানে স্কুলের ছাত্র-ছাত্রী ও শিক্ষক এবং শিক্ষিকাদের জল ছেঁকে ফেলে দিতে হয়, তারপর শুরু হয় স্কুলের পঠন পাঠন। এই জল যন্ত্রণার মধ্যে দিয়ে এখন চলছে স্কুলের পঠন পাঠন। যদিও স্কুলের শিশুদের কথা মাথায় রেখে জল কিভাবে নিষ্কাশন করা যায় সেই দিকে নিজেরাই উদ্যোগ নিয়েছেন শিক্ষক এবং শিক্ষিকারা, কিন্তু এভাবে চলতে পারে কতদিন। যখন তখন যেকোনো রোগে আক্রান্ত হতে পারে ছাত্র-ছাত্রীরা অভিভাবকরাও ক্ষোভ উগরে দিচ্ছেন। এমত পরিস্থিতিতে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করছে ওই স্কুলের শিক্ষক এবং শিক্ষিকারা। তাদের দাবি, অবিলম্বে স্কুলটির সংস্কার করা হোক, কারণ এইভাবে বেশি দিন স্কুলের পঠন-পাঠন চলতে থাকলে অসুস্থ হয়ে পড়বে ছাত্রছাত্রীরা। কৃষ্ণগঞ্জ ব্লক সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক সৌগত সাহা জানিয়েছেন,তিনি বিষয়টি খতিয়ে দেখছেন এবং দ্রুততার সাথে স্কুলটির সংস্কার যাতে করা হয় এবং জল নিষ্কাশনের ব্যবস্থা করা হয় সেই দিকে নজর রাখছেন। ইতিমধ্যে তার প্রতিনিধিদের নির্দেশ দিয়েছেন বিষয়টি খতিয়ে দেখতে।

নিম্নচাপের প্রভাবে বাজার কিছুটা খারাপ, চিন্তায় শোলা শিল্পীরা

চন্দনা বন্দ্যোপাধ্যায় ● মন্দিরবাজার

আপনজন: নিম্নচাপের প্রভাবে এবারের পুজোটা কিছুটা ম্লান হলেও এই পুজোর আগে মন্দিরবাজারের মহেশপুরে সকলের মুখে হাসি ফোটায় শোলার ফুল। এই গ্রামের ৮০ শতাংশ মানুষ শোলার কাজের সঙ্গে যুক্ত। শোলার তৈরি বিভিন্ন জিনিসপত্র তৈরির পর তা পাঠানো হয় বাইরে। এই গ্রামের বিশেষত্ব শোলা। পুজোর আগে এই শোলা গ্রামে চলছে শেষ মুহূর্তের ব্যস্ততা।মন্দির বাজারের মহেশপুরের অধিকাংশ বাসিন্দা এই কাজের সঙ্গে যুক্ত। শোলার ফুল, গয়না তৈরি করেন তাঁরা। মহেশপুরের আশেপাশের আর ও ৪ থেকে ৫ টি গ্রামে এই কাজ হয়। শোলা শুকনো করা থেকে শুরু করে শোলা কাটা সহ একাধিক কাজ করেন তাঁরা। শুধুমাত্র ফুল নয় সেখানে তৈরি হয় বিভিন্ন খেলনা, পাখি,মুকুট সহ আরও অনেক দ্রব্য।এ বিষয়ে শুকদেব হালদার নামের স্থানীয় এক শোলা শিল্পী জানান,গ্রামের মানুষ জনের উপার্জনের প্রধান মাধ্যম শোলার কাজ করা। তাঁদের এই কাজের চাহিদা রয়েছে সর্বত্র।সারাবছর এই শোলার কাজ চলে এলাকায়। তবে পুজোর সময় শোলার কাজ বেশি হয়।এ ব্যাপারে রমেন ঘোষাল,নিমাই হালদার, হরিপদ হালদার সহ কয়েকজন শোলা শিল্পী বলেন, গ্রামের মানুষ জন শোলার বিভিন্ন রকমের কাজ করেন। সবাই একরকম কাজ করেনা। এই অঞ্চলের বহু মানুষ জন শোলার উপর নির্ভর করে পায়ের তলার মাটি শক্ত করে চলেছেন এখনো। তবে এবছর ক্রমাগত বৃষ্টির জেরে ও কলকাতার তিলোত্তমার ঘটনার জেরে অনেক পুজো কমিটি এ বারে বাজেট কিছুটা কাঁটছাট করেছে। আর তাঁর জেরে কিছুটা হলেও ভারাক্রান্ত শোলার গ্রামের শিল্পীরা।

আকর্ষণীয় ছাড় দিচ্ছে হাবড়ার 'তানিস্ক'

এম মেহেদী সানি ● হাবড়া

আপনজন: চলছে শারদীয়ার মরশুম, তাই জোরকদমে চলছে কেনাকাটিও। তারই মাঝে শহরের বুকে অলংকারের ক্ষেত্রে বিশেষ অফার নিয়ে হাজির জুয়েলারি ব্যান্ড তানিস্ক। পুরনো দিনের নানা স্টাইলের সোনার গয়না বদলে, আধুনিক ও নতুন স্টাইল এর সোনার হলমার্ক যুক্ত গয়না কেনার সুযোগ করে দিচ্ছেন তারা। ইতিমধ্যেই টাটার তানিস্ক জুয়েলারি ব্র্যান্ড শহর ও শহরতলী সহ গোটা দেশে বিশেষ জায়গা করে নিয়েছে নারী সৌন্দর্যের বিভিন্ন জুয়েলারি নিয়ে এসে। উৎসবের মরশুমে আগামী ৯ অক্টোবর পর্যন্ত নারীদের আধুনিক সাজে সাজিয়ে তুলতে তাদের বিশেষ অফার নিয়ে হাজির হয়েছে হাবড়ার এই জুয়েলারি শোরুম। প্রতি গ্রাম সোনা কেনাকাটার জন্য থাকছে ৪৭৫ টাকা পর্যন্ত ডিসকাউন্ট পাশাপাশি পুরনো দিনের সোনার গয়না তানিস্কের শোরুমে এসে বদলে নেওয়া যাবে নতুন ও আধুনিক গয়না। পাশাপাশি প্রতিটি কেনাকাটার জন্য আকর্ষণীয় উপহার থাকছে হাবড়া হাটথুবার 'তানিস্কে'।

এবার কোচিং সেন্টারে ধর্ষণের অভিযোগ

জে হাসান ● বারুইপুর

আপনজন: এবার রেল কোয়াটারে কোচিং সেন্টারে এক নাবালিকাকে ধর্ষনের অভিযোগ । বাবা ও মা সহ নির্যাতিতা নাবালিকাকেও খুনের হুমকি দিয়ে দিনের পর দিন চোদ্দ বছরের নাবালিকা কে ধর্ষণের অভিযোগ উঠলো বারুইপুর এর এক রেল কর্মীর বিরুদ্ধে।
অভিযোগ,বারুইপুর স্টেশন সংলগ্ন রেল কোয়াটারে সাকসেস স্টাডি সেন্টার নামে কোচিং সেন্টার চালাতে বিশ্বনাথ সরদার। সেই কোচিং সেন্টারে গত তিন চার মাস ধরে এই কাজ করতেন অভিযুক্ত বলে অভিযোগ। নাবালিকা এর জেরে মানসিক অবসাদে চলে যায়। বারুইপুর গোবিন্দপুর অন্তরা নামক মানসিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে নিয়ে গিয়ে নির্যাতিতা ছাত্রীর কাউন্সেলিং করাতে হয়। সেখানে চিকিৎসা এবং কাউন্সিলিং শেষে নির্যাতিতা ছাত্রী পরিবারের কাছে গুণধর শিক্ষকের কীর্তি জানায়। গত ৩-৪ মাস ধরে নাবালিকাকে বিভিন্ন রকম ভয় দেখিয়ে ধর্ষণ সহ শারীরিক ও মানসিক অত্যাচার চালাত বলে জানায় নির্যাতিতার পরিবার।
এরপরেই বারুইপুর থানায় অভিযোগ জানায় নির্যাতিতার পরিবার। পুলিশ অভিযুক্ত কে আজ গ্রেপ্তার করেছে। পুলিশ জানিয়েছে, ধৃতের নাম বিশ্বনাথ সরদার। তাকে আজ বারুইপুর মহকুমা আদালতে পেশ করা হলে মোঃ আদালত তাকে ১৪ দিনের জন্য জেলে হেফাজতের নির্দেশ দেয়।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

বিষ্ণুপুরে চাকরি মেলায় মিলছে অফার লেটার

সঞ্জীব মল্লিক ● বাঁকুড়া

আপনজন: বাঁকুড়া জেলায় চাকরি প্রার্থীদের জন্য বিরাট বড় সুখবর! উৎকর্ষ বাংলা ও কারগরী বিদ্যায় প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত বেকার যুবক যুবতীদের জন্য সুবর্ণ সুযোগ নিয়ে হাজির ডিপার্টমেন্ট অফ টেকনিক্যাল এডুকেশন, ট্রেনিং এন্ড স্কিল ডেভেলপমেন্ট দফতর। রাজ্য সরকারের ওই দপ্তরের পক্ষ শুক্রবার বিষ্ণুপুর কে.জি ইঞ্জিনিয়ারিং ইনস্টিটিউটে অনুষ্ঠিত হলো 'জব ফেয়ার'। উল্লেখ্য, বাঁকুড়া জেলায় উৎকর্ষ বাংলা ও কারগরী বিদ্যায় প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত ছাত্র-ছাত্রীরা এই জব ফেয়ারের মাধ্যমে সরাসরি বিভিন্ন মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানিতে নিয়োগ পাবেন। উপযুক্ত যোগ্যতা সহ সঠিক ডকুমেন্টেশন করার পর ইন্টারভিউতে ভালো পারফরম্যান্স করতে পারলেই হাতে হাতে নিয়োগপত্র পাবেন, এমনটাই সূত্র মারফৎ পাওয়া খবরে জানা গেছে। এদিন উপস্থিত বাঁকুড়া জেলার অতিরিক্ত জেলাশাসক বিবেক দত্তাত্রেয় ভাসমে বলেন, উৎকর্ষ বাংলা ও কারগরী বিদ্যায় প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত ১ হাজার ৪০০ জন কর্মপ্রার্থী এদিনের 'জব ফেয়ারে' অংশ নিয়েছেন। শুধুমাত্র ইন্টারভিউয়ের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট বেসরকারী সংস্থার প্রতিনিধিরা কর্মপ্রার্থীদের নির্বাচিত করবেন বলে তিনি জানান।

ফারাক্কার জল ছাড়তেই চরের মানুষ নাজেহাল

সজিবুল ইসলাম ● ডোমকল

আপনজন: গত কয়েক দিন ধরে নিম্নচাপের জেরে নাজে হাল সীমান্ত এলাকার মানুষের,তার উপর আবার ফারাক্কা বাঁধের জল ছাড়তেই জল মগ্ন হয়ে পড়েছে জলঙ্গী ব্লকের পদ্মা নদী তীরবর্তী এলাকা।মুর্শিদাবাদ জেলার জলঙ্গি ব্লকের সাগর পাড়া ঘোষপাড়া সাহেব নগর অঞ্চলের পদ্মা নদী তীরবর্তী এলাকায় জল উঠেছে আর তার জেরে নাজেহাল হয়ে পড়েছে তারা,বিশেষ করে হাট বাজার করতে আসতে হয় পদ্মা নদীর জল পেরিয়ে নৌকায় করে ,আর পর্যাপ্ত পরিমাণে নৌকার ব্যবস্থা না থাকলেও যে গুলো রয়েছে তাতে মাঝিরা তাদের নিজ দায়িত্বে সাধারণ মানুষের জন্য চালিয়ে যাচ্ছে।সীমান্তের এক চাষি জানান যে তার কয়েক বিঘা জমির কলাই ও একানি নষ্ট হয়ে গিয়েছে বন্যার জলে।তার ফলে আর্থিক ভাবে ভেংগে পড়েছি বলেও জানান।
আরো এক সীমান্তের চরে বসবাস কারী মহিলা বলেন আমরা বাড়িতে রাতে না ঘুমিয়ে জেগে জেগে কাটাচ্ছি কারণ বন্যার জল বাড়ায় সাপের উৎপত্তি বেড়ে যায় তার ফলে ঘুম ছুটেছে সকলের।তবে সাপে কাটা ওষুধ যদি চরের গ্রামে মজুত রাখা হয় তাহলে আমরা বেশি উপকৃত হব।কারণ হঠাৎ করে রাত্রিতে যদি সাপে কাটে তাহলে চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া অনেক কষ্টের ,বিএসএফের পারমিশন পাশাপশি নৌকার ব্যবস্থা তেমন নেই রাত্রিতে।
ঘটনায় সরকারি সাহায্যের আবেদন জানায় চরের বাসিন্দারা।

রাজ্যে এল ওপারের ইলিশ

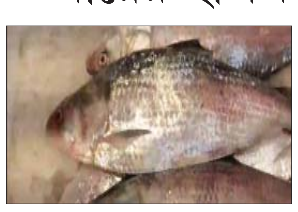

নিজস্ব প্রতিবেদক ● হাওড়া

আপনজন: দীর্ঘ টালবাহানার পর গতকালই রাজ্যে এসে পৌঁছেছে বাংলাদেশের রুপোলি শস্য। আজ শুক্রবার সকাল থেকে হাওড়ার পাইকারি মাছ বাজারে মিলছে বাংলাদেশি ইলিশ।এখান থেকেই খুচরো বাজারে যাচ্ছে মাছ। আটশো থেকে এক কেজি ওজনের মাছ ১,৪৫০ টাকা থেকে শুরু করে ১,৬০০ টাকা দরে বিকোচ্ছে পাইকারি বাজারে।হাওড়ার পাইকারি মাছ বাজারে এদিন এসেছে মোট দশ মেট্রিক টন ইলিশ।

পুজো কমিটকে চেক বিলি

সুভাষ চন্দ্র দাশ ● ক্যানিং

আপনজন: শুক্রবার দুপুরে এক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে ক্যানিং ১ ব্লকের ১০৯ টি পুজো রাজ্য সরকার কর্তৃক অনুদান এর চেক পেয়েছে।চেক প্রদান অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ক্যানিং পশ্চিমের বিধায়ক পরেশ রাম দাস,ক্যানিং মহকুমা পুলিশ আধিকারীক রাম কুমার মন্ডল, দিঘীরপাড় পঞ্চায়েত প্রধান শিলাদিত্য রায়,উপথপ্রধান বিশ্ব দাস,মাতলা ১ পঞ্চায়েত প্রধান হরেন ঘোড়ুই ,উপপ্রধান প্রদীপ দাস,সমাজসেবী রেকাউল মন্ডল সহ অন্যান্য বিশিষ্টরা।

প্রথম নজর

জাপানের নতুন প্রধানমন্ত্রী হলেন শিগেরু ইশিবা

আপনজন ডেস্ক: জাপানের ক্ষমতাসীন লিবারেল ডেমোক্রেটিক পার্টির (এলডিপি) প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে শিগেরু ইশিবা জয়লাভ করেছেন।
২১৫ ভোট পেয়ে পঞ্চমবারের মতো এলডিপির নতুন প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়েছেন ৬৭ বছর বয়সী এই আইনপ্রণেতা। নির্বাচনে ১৯৪ ভোট পাওয়া তার নারী প্রতিদ্বন্দ্বী সানায়ে তাকাইচিকে পরাজিত করেন ইশিবা।
নির্বাচিত হওয়ার পর এক সংবাদ সম্মেলনে প্রবীণ এই রাজনীতিবিদ বলেন, এলডিপির মধ্যে আস্থা ও ঐক্য পুনঃপ্রতিষ্ঠায় পূর্ণ প্রচেষ্টা থাকবে। দলকে এমনভাবে পুনর্গঠন করা হবে যা নম্র, ন্যায্য ও স্বচ্ছ, যেখানে নিয়ম মেনে চলা হয় এবং জনগণ নেতাদের জবাবদিহি করতে পারে।
প্রতিনিধি পরিষদের সম্ভাব্য বিলুপ্তির বিষয়ে ইশিবা ইঙ্গিত দিয়ে বলেন, (দেশে) একটি জাতীয় নির্বাচন প্রয়োজন। তবে কোনো সিদ্ধান্ত নেয়ার আগে বিরোধী দলগুলোর সাথে মূল বিষয়গুলো নিয়ে অবশ্যই আলোচনা করা হবে।
এ সময় প্রকৃত মজুরি বৃদ্ধি ত্বরান্বিত করা এবং ভোক্তা ব্যয় বাড়ানোর পদক্ষেপের ওপর জোর দিয়ে তিনি জাপানের জনসংখ্যা হ্রাসকে একটি বড় উদ্বেগ হিসেবে তুলে ধরেন এবং আঞ্চলিক পুনরুত্থানের দিকে মনোনিবেশ করেন।
জাপানে পার্লামেন্টের উভয় কক্ষে এলডিপি নেতৃত্বাধীন জোট সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাওয়ায় দলের নতুন প্রধান হিসেবে পরবর্তী প্রধানমন্ত্রী হিসেবে ইশিবার নির্বাচিত হওয়া একপ্রকার নিশ্চিত।
প্রধানমন্ত্রী হলে তিনি ক্ষমতাসীন ফুমিও কিশিদার স্থলাভিষিক্ত হবেন, যার বিরুদ্ধে আর্থিক কেলেঙ্কারির অভিযোগ রয়েছে।
কিশিদার উত্তরসূরী হিসেবে অপ্রদর্শিত আয় এবং রাজনৈতিক তহবিলের অপব্যবহারের সাথে জড়িত কেলেঙ্কারির পর রাজনীতিতে জনগণের আস্থা পুনরুদ্ধার করা হবে ইশিবার অন্যতম কাজ।

নাইট্রোজেন গ্যাস দিয়ে অপরাধীর মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করবে যুক্তরাষ্ট্র

আপনজন ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলীয় আলাবামা অঙ্গরাজ্যে আগামী মঙ্গলবার অ্যালান ইগুইন মিলার নামের এক ব্যক্তির মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হবে। এতে ব্যবহার করা হবে নাইট্রোজেন গ্যাস। সংবাদমাধ্যম সিএনএন জানিয়েছে, দুই বছর আগে ইগুইন মিলারের দণ্ড কার্যকরে একবার চেষ্টা চালানো হয়। ওই সময় তার শিরায় বিষাক্ত ইনজেকশন পুশ করে তার মৃত্যুদণ্ড কার্যকরের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। কিন্তু সঠিক সময়ের মধ্যে শিরা খুঁজে না পাওয়ায় সেবার তিনি বেঁচে যান। কিন্তু এবার যে নাইট্রোজেন গ্যাস প্রয়োগের মাধ্যমে তার মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করার কথা চলছে সেটি খুবই 'ভয়ংকর' একটি পদ্ধতি।
এর আগে আলাবামায় চলতি বছরের ২৬ জানুয়ারি কেনেথ স্মিথ নামের একজনের একই পদ্ধতিতে দণ্ড কার্যকর করা হয়েছিল। বলা হয়েছিল তিনি মাত্র কয়েক মিনিটের মধ্যে মৃত্যুবরণ করবেন। কিন্তু তার মৃত্যু হয়েছিল দীর্ঘ ২৫ মিনিট সময় নিয়ে। এই দণ্ড কার্যকরে মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে একটি স্ট্রেচারে শোয়ানো হয়। এরপর তার মুখে নাইট্রোজেনের মাস্ক লাগিয়ে দেওয়া হয়। যেটি শুয়ে নেয়ার মাধ্যমে মৃত্যু হয়।
কেনেথ স্মিথের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর ও তার মৃত্যু কীভাবে হয়েছে সেটি দেখেছিলেন পাঁচজন সাংবাদিক। তাদের দণ্ড কার্যকরের স্থানে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল বলে ওই সময় জানিয়েছিলেন সংবাদমাধ্যম বিবিসি। ওই সাংবাদিকদের একজন হলেন লি হেডগেপেথ। তিনি বলেছিলেন, যেই বিশেষ খাটে স্মিথকে শোয়ানো হয়েছিল, সেটিতে প্রচন্ড ছটফট করেছেন তিনি এবং সবমিলিয়ে দণ্ড কার্যকরে ২৫ মিনিট সময় লেগেছে। তিনি আরো জানান, যখন মুখে নাইট্রোজেন গ্যাসের মাস্ক পরানো হয় তখন স্মিথ উপস্থিত সকলের উদ্দেশ্যে বলেন, 'আলাবামা আজ মানবতাকে এক ধাপ পেছনে নিয়ে গেছে। আমাকে সমর্থন করার জন্য ধন্যবাদ। সবাইকে ভালোবাসি।'

স্বাধীন ফিলিস্তিন প্রতিষ্ঠায় বৈশ্বিক জোট গঠনের ঘোষণা সৌদির

আপনজন ডেস্ক: ফিলিস্তিন-ইসরায়েল সংকট সমাধানের একমাত্র গ্রহণযোগ্য উপায় দুটি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা। আর এ লক্ষ্যে ফিলিস্তিন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ওপর জোর দিয়ে একটি বৈশ্বিক জোট গঠন করেছে সৌদি আরব।
বৃহস্পতিবার(২৬ সেপ্টেম্বর) দেশটির পররাষ্ট্রমন্ত্রী প্রিন্স ফয়সাল বিন ফারহান এ ঘোষণা দেন।
যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কে জাতিসংঘ সাধারণ অধিবেশনের ফাঁকে এক বক্তব্যে সৌদি পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, 'আরব ও ইসলামিক দেশগুলোর পক্ষ থেকে ইউরোপীয় অংশীদারদের সঙ্গে আমরা দ্বি-রাষ্ট্র সমাধান বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বৈশ্বিক জোট গঠনের ঘোষণা করেছি।
ফিলিস্তিন-ইসরাইল সংকটের স্থায়ী মীমাংসা কেবল স্বাধীন ফিলিস্তিন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার মাধ্যমেই আসতে পারে-এই দৃঢ় বিশ্বাসের ওপর ভিত্তি করেই এ জোট গঠন করা হয়েছে।
ফয়সাল বিন ফারহান বলেন, 'আমরা যা করার চেষ্টা করছি তা হলো, দ্বি-রাষ্ট্রীয় সমাধান বাস্তবায়নের লক্ষ্যে একটি জোট তৈরি করা এবং এর জন্য ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষের সক্ষমতা বৃদ্ধিসহ কিছু মৌলিক উপাদান প্রয়োজন।'
সৌদি আরব এবং তার মিত্ররা এই পরিকল্পনার অংশ হিসেবে রিয়াদ, ব্রাসেলস (ইউরোপীয় ইউনিয়নের প্রধান কার্যালয়), কায়রো, অসলো, আম্মান এবং আঙ্কারায় জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তা পর্যায়ের বৈঠকের আয়োজন করবে বলে জানিয়েছেন তিনি।
সৌদি প্রেস এজেন্সি (এসপিএ) বলছে, গাজা যুদ্ধের কারণে সৃষ্ট 'বিপর্যয়কর মানবিক সংকট' এবং পশ্চিম তীরে ইসরাইলি দখলদার বাহিনীর হামলার তীব্র নিন্দা জানিয়েছেন ফয়সাল।
সৌদি আরবের পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, 'আমি বুঝি না, কীভাবে যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়াই একমাত্র বিকল্প হতে পারে? আমাদের সামনে অন্যান্য বিকল্প থাকতে হবে এবং তাই আমি যুদ্ধবিরতি এবং কূটনীতির বিজয়ের জন্য আমাদের আহ্বান পুনর্ব্যক্ত করছি।'

লেবাননে ইসরায়েলি হামলায় ২৪ ঘণ্টায় নিহত কমপক্ষে ৯২

আপনজন ডেস্ক: মধ্যপ্রাচ্যের দেশ লেবাননে হানাদার ইসরায়েলি বাহিনীর ধারাবাহিক হামলায় গত ২৪ ঘন্টায় নিহতের সংখ্যা বেড়ে ৯২ জনে দাঁড়িয়েছে। আর মোট প্রাণহানির সংখ্যা ছাড়িয়েছে ৭০০। যুক্তরাষ্ট্র, ইউরোপীয় ইউনিয়নসহ (ইইউ) আরবের কয়েকটি দেশ যুদ্ধবিরতির আহ্বান জানালেও, তা কানেই নিচ্ছেন না নেতানিয়াহু। উল্টো, সর্বোচ্চ শক্তি দিয়ে হামলা চালানোর নির্দেশ দিয়েছেন তিনি।
বৃহস্পতিবার (২৭ সেপ্টেম্বর) লেবাননের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় এই হতাহতের তথ্য নিশ্চিত করেছে।
গত সোমবার থেকে লেবাননে ব্যাপক হামলা শুরু করে ইসরায়েলি বাহিনী। তাদের দাবি, সশস্ত্র গোষ্ঠী হিজবুল্লাহকে লক্ষ্য করে এসব হামলা চালানো হচ্ছে। পাল্টা হামলা চালাচ্ছে হিজবুল্লাহও। এমন অবস্থায় দুই দেশের মধ্যে পুরোদমে যুদ্ধ শুরু হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা করা হচ্ছে। সংঘাত নিরসনে সমাধানের পথ বের করতে গত বুধবার ইউরোপীয় ইউনিয়ন এবং ১১টি দেশ ইসরায়েল ও হিজবুল্লাহর মধ্যে তিন সপ্তাহের একটি যুদ্ধবিরতি কার্যকরের প্রস্তাব দেয়।
জাতিসংঘে নিযুক্ত ইসরায়েলি দূত ড্যানি ড্যানন শুরুতে প্রস্তাবটি প্রসঙ্গে বলেন, তার দেশ একে স্বাগত জানায়। তার মন্তব্যের পর প্রস্তাবটি আশার আলো দেখতে পেয়েছিল।
তবে বৃহস্পতিবার ইসরায়েলি রাজনৈতিক নেতৃত্ব তা প্রত্যাখ্যান করেন। এদিন জাতিসংঘের সাধারণ অধিবেশনে যোগ দিতে নিউইয়র্কে পৌঁছানোর পর নেতানিয়াহু বলেন, সব লক্ষ্য পূরণ না হওয়া পর্যন্ত লেবাননে ইসরায়েল থামবে না। এসব লক্ষ্যের মধ্যে প্রধান একটি লক্ষ্য হলো ইসরায়েলের উত্তরাঞ্চলের বাস্তুচ্যুত বাসিন্দাদের নিরাপদে তাদের বাড়িতে ফেরা নিশ্চিত করা।
হোয়াইট হাউস পরে বলেছে, যুদ্ধবিরতির প্রস্তাবটি ইসরায়েলের সঙ্গে 'সমন্বিতভাবে' করা হয়েছে।

হিজবুল্লাহর ওপর ইসরায়েলের লাগাতার হামলা, কী করবে ইরান?

আপনজন ডেস্ক: ইরানের অন্যতম ঘনিষ্ঠ মিত্র বলে বিবেচিত লেবাননের সশস্ত্র গোষ্ঠী হিজবুল্লাহর ওপর গত কয়েকদিন ধরে লাগাতার হামলা চালিয়ে যাচ্ছে হানাদার ইসরায়েলি বাহিনী। অথচ এখনও চুপ রয়েছে ইরান। প্রতিশোধমূলক কোনও পদক্ষেপ নিচ্ছে না তারা। আর বিষয়টি নিয়ে অস্বস্তিতে রয়েছেন ইরানের কট্টরপন্থী রক্ষণশীলরা। তাহলে কি ইরান সংযম দেখাবে নাকি প্রতিশোধ নেবে, তা নিয়ে দোটানায় রয়েছে? সম্প্রতি ইরানের প্রেসিডেন্ট মাসুদ পেজেশকিয়ান জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে ভাষণ দেওয়ার সময় গাজা ও লেবানন যুদ্ধে ইসরায়েলের সমালোচনা করেন।
তবে তার পূর্বসূরিদের তুলনায় অধিকতর সমঝোতামূলক সুরে কথা বলেন এবং ইসরায়েলের বিরুদ্ধে আগ্রাসী ধ্বংসাত্মক মন্তব্য থেকে বিরত থাকেন। গত জুলাই মাসে ইরানের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়েছেন পেজেশকিয়ান।
তিনি বলেন, 'আমরা সকলের জন্য শান্তি চাই এবং কোনও দেশের সঙ্গে সংঘর্ষে যাওয়ার ইচ্ছা নেই।' তিনি আরো জানান, 'ইরান ২০১৫ সালের পারমাণবিক চুক্তির অংশগ্রহণকারীদের সাথে আলোচনা পুনরায় শুরু করতে প্রস্তুত।'
ইরানের অন্যান্য সিনিয়র কর্মকর্তা এবং ইসলামি বিপ্লবী গার্ড বাহিনী (আইআরজিসি) এর কমান্ডাররাও ইসরায়েলের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নেয়ার বিষয়ে অস্বাভাবিকভাবে সংযত প্রতিক্রিয়া দেখিয়েছেন। যদিও হিজবুল্লাহ এবং হামাস উভয়কেই অস্ত্র, অর্থ ও প্রশিক্ষণ দিয়েছে ইরান। হিজবুল্লাহকে শক্তিশালী সামরিক শক্তিতে রূপান্তর করতে ইরানের সমর্থন গুরুত্বপূর্ণ ছিল, বিশেষ করে ১৯৮০ এর দশকে আইআরজিসি যখন দলটি প্রতিষ্ঠায় সহায়তা করে। এটির প্রধান অস্ত্র সরবরাহকারী হিসেবে কাজ করে যা হিজবুল্লাহ ইসরায়েলের বিরুদ্ধে ব্যবহার করতে পারে, বিশেষ করে উন্নত ক্ষেপণাস্ত্র এবং ড্রোন।
যুক্তরাষ্ট্রের অভিযোগ, ইরান প্রতি বছর প্রায় ৭০০ মিলিয়ন ডলার আর্থিক সহায়তাও প্রদান করে।
গত সপ্তাহে, লেবাননে ইরানি রাষ্ট্রদূত মজতবা আমানি বৈরুত দূতাবাসে পেজার বিস্ফোরণে মারাত্মকভাবে আহত হন।
হিজবুল্লাহর সদস্যদের ব্যবহৃত হাজার হাজার পেজার এবং ওয়াকি-টকি দুটি বিস্ফোরিত হয় ও ৩৯ জন নিহত হয়।
এই হামলার জন্য ইরান ইসরায়েলকে দায়ী করলেও, তাৎক্ষণিকভাবে কোনও প্রতিশোধের হুমকি দেয়নি।
অথচ এপ্রিলে দামাস্কাসে ইরানি কনস্যুলেটে ইসরায়েলি হামলায় ৮ কমান্ডার হত্যার ঘটনায় দ্রুত প্রতিক্রিয়া জানায় ইরান। এমনকি ইসরায়েলকে লক্ষ করে শত শত ড্রোন ও ক্ষেপণাস্ত্র হামলাও চালায়। তেহরানে হামাসের রাজনৈতিক নেতা ইসমাইল হানিয়েহকে হত্যার জন্যও ইসরায়েলকে দায়ী করে প্রতিশোধ নেয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল ইরান। যদিও তারা এখনো কোনও পদক্ষেপের ঘোষণা দেয়নি। এ বিষয়ে সাবেক আইআরজিসি কমান্ডার বলেন, ইসরায়েলকে বারবার হুমকি দিয়েও কার্যকর পদক্ষেপ না নেয়া অভ্যন্তরীণ ও বিদেশি সমর্থকদের মধ্যে বাহিনীর বিশ্বাসযোগ্যতাকে আরো ক্ষতিগ্রস্ত করছে।
সোমবার প্রেসিডেন্ট পেজেশকিয়ান নিউ ইয়র্কে মার্কিন সংবাদমাধ্যমকে বলেন, ইসরায়েল ইরানকে যুদ্ধে টেনে নেয়ার চেষ্টা করছে।
ইসরায়েলের সঙ্গে উত্তেজনা কমানোর বিষয়ে কথা বলার জন্য প্রেসিডেন্টের সমালোচনা করেছেন ইরানের সর্বোচ্চ নেতা আয়াতুল্লাহ আলি খামেনির ঘনিষ্ঠ কিছু কট্টর রক্ষণশীলরা। ইরানের সর্বোচ্চ ক্ষমতা আয়াতুল্লাহ খামেনি এবং আইআরজিসির হাতে। তারাই মূল কৌশলগত সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন, প্রেসিডেন্ট নন। তবে খামেনিও বুধবার প্রবীণদের উদ্দেশে বক্তব্য দেওয়ার সময় ইসরায়েলের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নেয়ার কোনো পরিকল্পনা উল্লেখ করেননি বা কোনো হুমকি দেননি, যা তার জন্য বেশ অস্বাভাবিক। ইসরায়েলি সাংবাদিক বারাক রাভিদ জানিয়েছেন, দুই ইসরায়েলি কর্মকর্তা এবং পশ্চিমা কূটনীতিকরা ইঙ্গিত দিয়েছেন, হিজবুল্লাহ ইরানের প্রতি আহ্বান জানিয়েছে যাতে ইরান তাদের সাহায্য করতে ইসরায়েলের ওপর আক্রমণ করে। তবে ইসরায়েলি কর্মকর্তারা দাবি করেছেন যে ইরান হিজবুল্লাহকে জানিয়েছে এটি সঠিক সময় নয়।
কারণ হিসেবে তিনি বলেন, ইরান উদ্বিগ্ন যে ইসরায়েলের ওপর আক্রমণ যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক প্রতিক্রিয়া উসকে দিতে পারে, যা দেশটিকে একটি বৃহত্তর সংঘাতের দিকে টেনে নিতে পারে।
মার্কিন নিষেধাজ্ঞার কারণে ক্ষতিগ্রস্ত অর্থনীতি এবং চলমান অভ্যন্তরীণ অস্থিরতার মধ্যে যুক্তরাষ্ট্র যদি আইআরজিসির ওপর আঘাত হানে, তবে তা দেশটির নিরাপত্তা ব্যবস্থাকে আরো দুর্বল করতে পারে। এতে ইরানে বিরোধীদের আবারো অস্থিরতা তৈরির সাহস জোগাতে পারে।
তবে যদি ইরান হিজবুল্লাহর সাথে ইসরায়েলের সংঘাতে সরাসরি হস্তক্ষেপ না করে, সেক্ষেত্রে এই অঞ্চলের অন্যান্য মিত্র মিলিশিয়াদের কাছে বার্তা যেতে পারে যে সংকটের সময় ইসলামি প্রজাতন্ত্র তাদের নিজেদের স্বার্থ এবং টিকে থাকার দিকে বেশি মনোযোগ দেয়।
এর ফলে প্রকৃতপক্ষে ইরান কি করবে, তা নিয়ে বেশ দ্বিধাদ্বন্দ্ব রয়েছে বলে মনে করছেন বিশ্লেষকরা।

পারমাণবিক হামলার হুমকি পুতিনের

আপনজন ডেস্ক: রাশিয়ায় ক্রুজ মিসাইল হামলা চালাতে ইউক্রেনকে গ্রিন সিগন্যাল দিতে পারে যুক্তরাষ্ট্র ও ব্রিটেন। সম্প্রতি এমন একটি প্রতিবেদন প্রকাশের পরপরই কঠোর হুঁশিয়ারি দিয়েছেন রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন। যাতে রীতিমতো পারমাণবিক অস্ত্র ব্যবহারের হুমকি দেন তিনি।
এমনকি পারমাণবিক অস্ত্র ব্যবহারের আন্তর্জাতিক আইন ও পূর্বশর্ত পরিবর্তনের বিষয় বিবেচনার কথাও জানিয়েছেন রাশিয়া প্রেসিডেন্ট। বৃহস্পতিবার পৃথক প্রতিবেদনে বার্তাসংস্থা রয়টার্স ও বিবিসি এমন তথ্য নিশ্চিত করেছে। রয়টার্সের প্রতিবেদনে বলা হয়, প্রেসিডেন্ট পুতিন বুধবার পশ্চিমা বিশ্বকে সতর্ক করে দিয়ে বলেছেন, যদি প্রচলিত ক্ষেপণাস্ত্র দিয়ে রাশিয়ায় আঘাত করা হয়, তাহলে পারমাণবিক অস্ত্র ব্যবহার করে এর জবাব দিতে পারবে রাশিয়া। কোনো পরমাণু শক্তিধর দেশের সমর্থনে যদি কোনো দেশ রাশিয়ায় হামলা চালায়, তবে সেটি যৌথ হামলা বলে বিবেচনা করা হবে। এতেই করে বোঝা যায়, রুশ ভূখণ্ডে ইউক্রেন ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালালে পারমাণবিক অস্ত্র দিয়ে এর জবাব দেবে রাশিয়া।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

সশস্ত্র গোষ্ঠীগুলোকে 'অস্ত্র ফেলে' আলোচনার প্রস্তাব জান্তার

আপনজন ডেস্ক: মিয়ানমারের সামরিক জান্তাবিরোধী সশস্ত্র গোষ্ঠীগুলোকে অস্ত্র ত্যাগ করে রাজনৈতিক সংলাপে বসার আহ্বান জানিয়েছেন দেশটির সেনাপ্রধান মিন অং হ্লাইং। তবে এই আহ্বান বিরোধী পক্ষ থেকে তাৎক্ষণিকভাবে প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে বলে আল জাজিরার এক প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে।
সেনাবাহিনী তথা রাষ্ট্র প্রশাসন পরিষদ (এসএসি) দেশটির বিরোধী সশস্ত্র গোষ্ঠী–যেমন, জাতিগত সশস্ত্র সংগঠন এবং পিপলস ডিফেন্স ফোর্স (পিডিএফ)–কে 'সন্ত্রাসের পথ' পরিহার করে রাষ্ট্রের সঙ্গে সংলাপের মাধ্যমে রাজনৈতিক ইস্যু সমাধানের আহ্বান জানায়। এসএসি জানায়, তারা চায় এসব গোষ্ঠী নির্বাচনী প্রক্রিয়ার মাধ্যমে দেশের উন্নয়ন ও স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠায় কাজ করুক।
সশস্ত্র গোষ্ঠীগুলোর প্রতিক্রিয়া গত বছরের অক্টোবরে সশস্ত্র গোষ্ঠীগুলো মিয়ানমারের বিভিন্ন অংশে বড় আক্রমণ শুরু করে এবং বেশ কিছু এলাকায় নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করেছে। এতে সেনাবাহিনী তীব্র চাপে পড়েছে। তবে এসব গোষ্ঠী সামরিক জান্তার আহ্বানকে প্রত্যাখ্যান করেছে। সেনা অভ্যুত্থানে অপসারিত সরকার, জাতীয় ঐক্য সরকার (এনইউজি), দ্রুত এই প্রস্তাব নাকচ করেছে। এনইউজির মুখপাত্র নে ফোন লাত বলেন, এই প্রস্তাব আমাদের বিবেচনার মধ্যে নেই। এনইউজি তাদের প্রতিরক্ষার অংশ হিসেবে পিডিএফ গঠন করে। সেনাবাহিনী জনগণের বিক্ষোভ দমনে নৃশংস অভিযান চালানো শুরু করলে তারা এই পথে হাঁটে।
এদিকে মিয়ানমারের রাজনৈতিক বন্দীদের সহায়তা সংস্থা জানিয়েছে, ২০২১ সালের অভ্যুত্থানের পর থেকে সেনাবাহিনী অন্তত ৫,৭০৬ জনকে হত্যা করেছে এবং প্রায় ২১,০০০ জনকে আটক করেছে। এছাড়া, গত মাসে জাতিসংঘের তদন্তকারীরা জানিয়েছেন, মিয়ানমারের সেনাবাহিনী মানবতাবিরোধী অপরাধ ও যুদ্ধাপরাধের মাত্রা বিপজ্জনকভাবে বাড়িয়েছে। ২০২০ সালের নির্বাচনে অং সান সু চির নেতৃত্বাধীন ন্যাশনাল লীগ ফর ডেমোক্রেসি (এনএলডি) পুনরায় ক্ষমতায় আসার পর কারচুপির ভিত্তিহীন অভিযোগ তুলে সেনাবাহিনী অভ্যুত্থান করে। তারা নতুন নির্বাচনের প্রতিশ্রুতি দিলেও সেই প্রক্রিয়া এখনো এগোয়নি। ১ অক্টোবর থেকে তারা আদমশুমারি শুরু করবে বলে জানিয়েছে।

সেহেরী ও ইফতারের সময়

সেহেরী শেষ: ভোর ৪.০৭মি.
ইফতার: সন্ধ্যা ৫.৩২ মি.

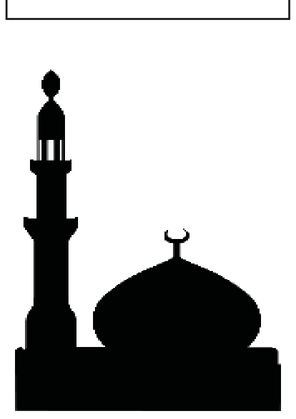

নামাজের সময় সূচি

ওয়াক্ত	শুরু	শেষ
ফজর	৪.০৭	৫.২৭
যোহর	১১.৩৩	
আসর	৩.৪৭	
মাগরিব	৫.৩২	
এশা	৬.৪২	
তাহাজ্জুদ	১০.৪৯	

ফ্লোরিডায় আঘাত হেনেছে হারিকেন হেলেন

আপনজন ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলীয় অঙ্গরাজ্য ফ্লোরিডায় আঘাত হেনেছে 'অত্যন্ত বিপজ্জনক' হারিকেন হেলেন। বৃহস্পতিবার (২৬ সেপ্টেম্বর) হারিকেনটি স্থলভাগে আছড়ে পড়ে বলে এক প্রতিবেদনে জানিয়েছে বার্তা সংস্থা রয়টার্স।
কর্মকর্তারা অবশ্য আগেই ভয়াবহ পরিস্থিতি এবং সম্ভাব্য বিপর্যয়কর ঝড়ের সতর্কতা জারি করেছিলেন। তাৎক্ষণিকভাবে অবশ্য হতাহত অথবা ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ জানা যায়নি।

ইন্দোনেশিয়ায় সোনার খনি ধসে ১৫ জনের মৃত্যু

আপনজন ডেস্ক: ইন্দোনেশিয়ার পশ্চিম সুমাত্রা প্রদেশে একটি অবৈধ সোনার খনি ধসের ঘটনায় ১৫ জনের মৃত্যু হয়েছে। এঘটনায় নিখোঁজ রয়েছেন আরো ৭ জন। শুক্রবার স্কাই নিউজ জানিয়েছে, ছোট আকারের এবং অবৈধ খনি হওয়ার ফলে ইন্দোনেশিয়ায় প্রায়শই এ ধরনের দুর্ঘটনা ঘটে। এমনকি খনিজ সম্পদ প্রত্যন্ত অঞ্চলে হওয়ার কারণেও কর্তৃপক্ষের পক্ষে তা নিয়ন্ত্রণ করা কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে।
প্রাদেশিক দুর্যোগ সংস্থার প্রধান ইরওয়ান এফেন্দি জানান, বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় ভারী বৃষ্টিপাতের ফলে ভূমিধসের পর সোলোক জেলায় অবৈধ সোনার খনিটি ধসে পড়ে।
সড়কপথে চলাচলের অনুপযোগী ঐ স্থানে পৌঁছাতে উদ্ধারকারীদের আট ঘন্টা পথ পাড়ি দিতে হয়। ইরওয়ানের অনুমান অনুযায়ী, ঘটনার সময় খনিতে অন্তত ২৫ জন লোক ছিল।
তাদের মধ্যে ১৫ জন মারা গেছে, তিনজন আহত এবং সাতজন নিখোঁজ হয়েছে। পুলিশ ও সেনাবাহিনী শুক্রবার ভোরে নিখোঁজদের সন্ধানে তল্লাশি শুরু করেছে।

তাইওয়ান প্রণালীতে প্রথমবারের মতো জাপানের যুদ্ধজাহাজ

আপনজন ডেস্ক: তাইওয়ান প্রণালিতে প্রথমবারের মত প্রবেশ করেছে জাপানের একটি যুদ্ধজাহাজ। বুধবার (২৫ সেপ্টেম্বর) জাপানের নৌবাহিনীর ডেস্ট্রয়ার জেএস সাজানামি অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যান্ডের জাহাজকে সঙ্গে নিয়ে উত্তর থেকে দক্ষিণে প্রণালী অতিক্রম করে। জাপানি মন্ত্রীদের বরাত দিয়ে সংবাদমাধ্যম বিবিসি জানায়, জাহাজটি দক্ষিণ চীন সাগরে সামরিক মহড়ায় অংশ নিতে যাওয়ার পথে রয়েছে।
চীন তাইওয়ান প্রণালীকে নিজেদের ভূখণ্ড হিসেবে দাবি করে আসছে। তাই চীনের সঙ্গে ঝামেলা এড়াতে ওই পথে জাহাজ চলাচল এড়িয়ে চলা জাপানের জন্য সেখানে যুদ্ধজাহাজ পাঠানোটা একটি উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ।
তবে জাপান, তাইওয়ান বা চীন কেউই এই প্রণালী পাড়ি দেওয়ার বিষয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে কোনও মন্তব্য করেনি। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একটি সূত্রের বরাত দিয়ে চীনের রাষ্ট্রীয় সংবাদপত্র গ্লোবাল টাইমস জানিয়েছে, যুদ্ধজাহাজটি তাইওয়ান প্রণালি অতিক্রম করার সময় এটিকে পর্যবেক্ষণে রেখে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রেখেছে চীনা সামরিক বাহিনী। তাছাড়া, ১৮০ কিলোমিটার দীর্ঘ তাইওয়ান প্রণালীতে অবাধ নৌ চলাচলের জন্য যুক্তরাষ্ট্র ও এর মিত্ররা টহল বাড়িয়েছে। যুক্তরাষ্ট্র এবং তাইওয়ান উভয়ই বলেছে যে, এটি একটি প্রধান শিপিং এবং বাণিজ্যিক সমুদ্রপথ।

আপনজন
ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর
১৯ বর্ষ, ২৬৪ সংখ্যা, ১২ আশ্বিন ১৪৩১, ২৪ রবিউল আউয়াল, ১৪৪৬ হিজরি

কুফল

উন্নয়নশীল বিশ্ব যেইভাবে চলিতেছে, তাহা এইভাবে খুব বেশি দিন চলিতে পারে না। যেই সকল দেশে একের পর এক সীমালঙ্ঘনের ঘটনা ঘটিয়া চলে। সেই সকল দেশের জনগণ নিজেদের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য একদা আন্দোলন-সংগ্রাম গড়িয়া তোলে। নিজেদের জীবন উত্সর্গও করে। ইহার মাধ্যমে তাহারা যেই সকল অধিকার অর্জন করিতে চাহে, তাহা সাময়িক সময়ের জন্য পাইলেও আবার তাহারা হইয়া পড়ে সেই সকল অধিকারহারা। অতঃপর নূতনভাবে অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য তাহাদের লড়াই করিবার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়াছে। দীর্ঘদিন পর এই সকল দেশের মানুষ শিক্ষাদীক্ষায় উন্নতি লাভ করিয়াছে। দেশবিদেশ ঘুরিয়া বিশেষ অভিজ্ঞতা অর্জনকারী মানুষের সংখ্যাও বাড়িয়াছে। ইহা ছাড়া বর্তমানে তথ্যপ্রযুক্তির উন্নতির কারণে এই গ্লোবাল বিশ্ব ক্রমেই ছোট হইয়া আসিতেছে। পরিণত হইয়াছে এক গ্লোবাল ভিলেজ বা বৈশ্বিক গ্রামে। ইহাতে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের মানুষের সহিত তথ্য ও দৃষ্টিভঙ্গির আদানপ্রদানও বাড়িয়াছে। এমতাবস্থায় উন্নয়নশীল দেশ পরিচালনায় যাহারা আছেন, তাহাদের আরো সতর্ক হইবার প্রয়োজন ছিল; কিন্তু সতর্কতা অবলম্বন না করিয়া অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাহারা সীমালঙ্ঘনের পরিচয় প্রদান করিতেছেন। এই সকল দেশের মানুষ কোর্ট-কাচারি ও অফিস-আদালতে গিয়া অধিকাংশ ক্ষেত্রে হয়রানির শিকার হইতেছে। বিচারের বাণী কাঁদিতেছে নীরবে-নিভৃতে। বিনা বিচারে অনেকে কারাগারের অন্ধকার প্রকোষ্ঠে কাটাইতেছে দিনের পর দিন। মিথ্যা, ভিত্তিহীন ও সাজানো মামলার কারণে নিরপরাধ ও অসহায় বনি আদমের কান্নায় আল্লাহর আরশ পর্যন্ত কাঁপিয়া উঠিতেছে। এই সকল মামলা-মোকদ্দমার পিছনে লক্ষ লক্ষ টাকা জোগান দিতে গিয়া অনেকে নিঃস্ব হইয়া পথের ভিখারিতে পরিণত হইতেছে। যাহারা এইভাবে অবর্ণনীয় দুর্ভোগ পোহাইতেছে, তাহারা একদিন যে প্রতিবাদমুখর হইবে না, তাহা নিশ্চয়তা দিয়া বলা যায় না। জীবনের দুঃসহ অভিজ্ঞতা হইতেই তাহারা শিখিতেছে প্রতিবাদের ভাষা। তাহারা যখন জাগিবে, তখন যদি এই সকল দেশে বিশৃঙ্খলা, ভাঙচুর, রক্তপাত ইত্যাদি দেখা দেয়, তখন সেই পরিস্থিতি কোথায় গিয়া দাঁড়াইবে, তাহা কি কল্পনা করা যায়? অতএব, কোনোভাবেই সীমা লঙ্ঘন করা উচিত নহে। কেননা সীমালঙ্ঘনকারীকে সৃষ্টিকর্তা পছন্দ করেন না এবং সীমালঙ্ঘনকারীর পতন অনিবার্য। আমাদের মনে রাখিতে হইবে, পশ্চিম পাকিস্তানের মাত্রাতিরিক্ত বাড়াবাড়ির কারণে পূর্ব পাকিস্তান মহান মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীনতা লাভ করিয়াছে। ২৩ বত্সরের শাসনামলে তাহারা যেই সকল অন্যায়-অবিচার করিয়াছিলেন, তাহার মাশুল শেষপর্যন্ত তাহাদের দিতে হইয়াছে। অনুরূপভাবে বিশ্বের যে কোনো দেশে বা অঞ্চলে যে কেহই বাড়াবাড়ি করুন না কেন, ইহার জন্য আজ হউক বা কাল হউক, তাহাদের মূল্য দিতে হইবেই। ন্যাচারাল জাস্টিস বলিয়া যে কথা প্রচলিত রহিয়াছে, ইতিহাসের বিভিন্ন ঘটনায় আমরা তাহার প্রতিফলন দেখিতে পাই। যাহারা অনিয়ম ও দুর্নীতির মাধ্যমে সীমা লঙ্ঘন করেন, তাহাদেরও শেষ পরিণতি হয় একই। বাস্তবে এই সকল ঘটনা দেখিতে পাইয়াও কি আমরা শিক্ষা গ্রহণ করিব না? আমরা বলি না যে, কোনো দেশে দুর্নীতি ও অনিয়ম থাকিবে না; কিন্তু ইহা যেন সর্বদা সহনশীল থাকে, সেই প্রচেষ্টাই আমাদের চালাইয়া যাইতে হইবে। প্রসঙ্গত, আমরা এই কথাও বলিতে চাই যে, আজ যাহারা বিশ্বে যুদ্ধবিগ্রহের মাধ্যমে সীমা লঙ্ঘন করিতেছেন, পাখির মতো গুলি করিয়া মানুষ মারিতেছেন, মানুষের ঘরবাড়ি, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এমনকি হাসপাতালে বিমান হামলা চালাইয়া গুঁড়াইয়া দিতেছেন, নারী ও শিশুদের হত্যা করিতেছেন, তাহাদের এই বাড়াবাড়ির পরিণামও কখনো শুভ হইবে না। সমস্ত পৃথিবী আজ স্তব্ধ হইয়া তাকাইয়া রহিয়াছে এই সকল বেদনাদায়ক ঘটনাবলির দিকে। আমরা আজ এমন এক বিশ্বে বসবাস করিতেছি, যেখানে আমাদের অসহায়ত্ব প্রকাশ করা ছাড়া আর কিছুই করিবার নাই। এক শক্তিধর নেতা প্রতিবেশী এক দেশের উপর হামলা চালাইয়া তাহার বেশ কিছু অঞ্চল দখল করিয়া এখন তাহা ছাড়িতে নারাজ। এদিকে মধ্যপ্রাচ্যে শান্তিচুক্তি, যুদ্ধবিরতি ইত্যাদি শব্দগুলি শুনিতে ভালো লাগিলেও দুই পক্ষের যে নিরপরাধ হাজার হাজার মানুষ ইতিমধ্যে মারা গেল, তাহার বিচার কি হইবে না? আমরা মনে করি, ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, রাষ্ট্রীয় বা আন্তর্জাতিক যে পর্যায়েই হউক না কেন, সীমা লঙ্ঘন করিলে একদিন না একদিন ইহার কুফল ভোগ করিতে হইবেই। সুতরাং সময় থাকিতে এই ব্যাপারে আমাদের সতর্কতা অবলম্বন করা কি উচিত নহে?

চিনের ‘গানবোট কূটনীতিতে’ প্রতিবেশীরা আমেরিকার দিকেই ঝুঁকছে

মানুষের আশ্রয়হীনতার কথা বলতে গিয়ে এই পৃথিবীতে যে কেউই বলতে পারেন, ‘মৃত্যু আর কর ছাড়া আর কিছুই পৃথিবীতে নিশ্চিত নয়।’ কেউ কেউ বলে থাকেন, আমেরিকান কথাসাহিত্যিক বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন প্রথম এই শব্দবন্ধযুক্ত প্রবাদটি প্রথম উল্লেখ করেছিলেন। কিন্তু সম্ভবত ১৭১৬ সালে ক্রিস্টোফার বুলকের প্রহসন নাটক প্রেসটনের মুচি-এর ভাঁড় চরিত্র টবি গজলের মুখে প্রথম এই শব্দবন্ধ শোনা গিয়েছিল। লিখেছেন **সিমোন টিসডাল...**

মানুষের আশ্রয়হীনতার কথা বলতে গিয়ে এই পৃথিবীতে যে কেউই বলতে পারেন, ‘মৃত্যু আর কর ছাড়া আর কিছুই পৃথিবীতে নিশ্চিত নয়।’ কেউ কেউ বলে থাকেন, আমেরিকান কথাসাহিত্যিক বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন প্রথম এই শব্দবন্ধযুক্ত প্রবাদটি প্রথম উল্লেখ করেছিলেন। কিন্তু সম্ভবত ১৭১৬ সালে ক্রিস্টোফার বুলকের প্রহসন নাটক প্রেসটনের মুচি-এর ভাঁড় চরিত্র টবি গজলের মুখে প্রথম এই শব্দবন্ধ শোনা গিয়েছিল।

গজলের প্রতি সব শ্রদ্ধা রেখেই বলছি, যুদ্ধ হচ্ছে বিশ্বের তৃতীয় অনিবার্য বাস্তবতা। বর্তমান বিশ্বে লেবানন, ইউক্রেন ও সুদানের মানুষেরা সেটা হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছেন। চীনের সম্প্রসারণবাদী শাসকেরা দক্ষিণ চীন সাগরের অশান্ত জলরাশিকে আবার যুদ্ধের পরীক্ষার মুখে ফেলে দিয়েছে। উপকূলীয় দেশ ফিলিপাইন ও জাপানকে বেইজিংয়ের আগ্রাসনের মুখে রীতিমতো সংগ্রাম করতে হচ্ছে।

অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছে, সংঘাত এড়ানোর কোনো পথ নেই। সত্যি বলতে কি, সেটা এরই মধ্যে শুরু হয়ে গেছে। এশিয়া-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে পশ্চিমা নিরাপত্তা কৌশলের মূল কেন্দ্রে রয়েছে, তাইওয়ানকে চীন দখল করে নেবে এই হুমকি। উত্তর কোরিয়ার পারমাণবিক অস্ত্র ও ক্ষেপণাস্ত্র পশ্চিমাদের জন্য আরেকটি মূল উদ্বেগ। দক্ষিণ চীন সাগরের বিতর্ককে প্রায়ই উপেক্ষা করা হয়, কিন্তু সেটা কোনো অংশেই কম উদ্বেগ নয়।

ঠিক কেন ও কোন উদ্দেশ্য থেকে চীনের প্রেসিডেন্ট সি চিন পিং সুপরিকল্পিতভাবে প্রতিবেশীদের প্ররোচিত করে তাঁর প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী যুক্তরাষ্ট্রের দিকে ঠেলে দিচ্ছে, সেটা এখন পর্যন্ত একটা ধাঁধা। সি চিন পিংয়ের কর্মকাণ্ডগুলো আমাদের মনে করিয়ে দেয় মগজহীন সাম্রাজ্যবাদী লর্ড পামারস্টনের ‘গানবোট কূটনীতি’ আজও শেষ হয়নি।

সি চিন পিং কেন দক্ষিণ চীন সাগরে উপনিবেশ স্থাপন করতে চান, তার কারণগুলো অনুধাবন করা কঠিন নয়। চীন, ভিয়েতনাম, মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুর, ইন্দোনেশিয়া, ব্রুনেই, ফিলিপাইন ও তাইওয়ানকে ঘিরে থাকা বিস্তীর্ণ যে জলরাশি সেখানটা তেল, গ্যাস ও অন্যান্য খনিজ সম্পদ এবং মাছে সমৃদ্ধ ভান্ডার। এর বেশির ভাগটাই এখনো অব্যবহৃত অবস্থায় রয়েছে। দক্ষিণ চীন সাগর বিশ্বের একটা গুরুত্বপূর্ণ রপ্তানি পথ। যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে যে পরাশক্তির দ্বন্দ্ব তীব্র হচ্ছে, সেই বিবেচনায় এই সমুদ্রপথটি চীনের প্রতিরক্ষার জন্য কৌশলগত দিক থেকে প্রধানভাবে গুরুত্বপূর্ণ।

আন্তর্জাতিক আইন লঙ্ঘন করে, অন্য দেশগুলোর বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চলে অনুপ্রবেশ করে এবং বিতর্কিত দ্বীপগুলোর ওপর প্রতিদ্বন্দ্বীদের দাবি প্রত্যাখ্যান করে চীন বলে চলেছে, প্রায় পুরো এলাকার ওপর সার্বভৌম প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে ইতিহাস তাদের পক্ষে রয়েছে।

সম্ভবত সি চিন পিং জাতীয়তাবাদী মনোভাব চাঙা করার কৌশল নিয়েছেন, যাতে দেশে তাঁর যে ব্যর্থতা, সেখান থেকে জনগণের মনোযোগ ভিন্ন দিকে নিয়ে যেতে চান। সি চিন পিং সম্ভবত এই হিসাব করেছেন, যদি সংঘাতের বিষয়টি সত্যি সত্যি সামনে এসে পড়ে, তাহলে ক্রমাগত আত্মকেন্দ্রিক হয়ে ওঠা যুক্তরাষ্ট্র আঞ্চলিক সংঘাতে তার মিত্র ফিলিপাইন, তাইওয়ান কিংবা অন্য কোনো দেশের পক্ষে এসে লড়াই শুরু করবে না।

২০১২ সালে সি চিন পিং ক্ষমতায় আসার পর থেকে চীনের দৃষ্টিভঙ্গি ক্রমাগতভাবে সংঘাতপ্রবণ হয়ে উঠেছে। ২০২২ সালে চীনের প্রতি বন্ধুভাবাপন্ন রদ্রিগো দুতার্তেকে হারিয়ে ফিলিপাইনে প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন পশ্চিমাপন্থী মার্কোস জুনিয়র।

গত জুন মাসে স্প্র্যাটলি দ্বীপপুঞ্জের (আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত ফিলিপাইনের অর্থনৈতিক অঞ্চল) সেকেন্ড টমাস শোলে (বালুর তীর যেটা জলর প্রবাহকে অগভীর করে) চীনের কোস্টগার্ড বাহিনীর সেনারা অস্বাভাবিক একটা সংঘাতে জড়িয়ে পড়ে। তারা ফিলিপাইনের নৌকাগুলো আক্রমণ করে এবং সেগুলো ক্ষতিসাধন করে। উন্মত্তের মতো চাকু ও কুঠার নিয়ে হামলা চালায়। সৌভাগ্যক্রমে এই হামলায় কেউ নিহত হননি।

দুই দেশের মধ্যে উত্তেজনা প্রশমনে চুক্তি হওয়ার পরও গত মাসে সাবিনা শোলে নোঙর করে রাখা ফিলিপাইনের একটা জাহাজ নিয়ে আবারও সমস্যা তৈরি করে। সাবিনা শোল ফিলিপাইনের উপকূল থেকে মাত্র ৮৬ মাইল দূরে অবস্থিত, অথচ চীনের উপকূল থেকে এর দূরত্ব প্রায় ৬০০ মাইল। চীনের এই অব্যাহত উসকানির কারণে ফিলিপাইন তার পররাষ্ট্রনীতিতে বড় ধরনের পরিবর্তন এনেছে। মার্কোস আরও ঘনিষ্ঠভাবে যুক্তরাষ্ট্রকে আঁকড়ে ধরেছে। ২০১৪ সালে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পাদিত একটা যৌথ প্রতিরক্ষা চুক্তির যে সুযোগ সেটাকে কাজে লাগিয়ে ভিয়েতনাম, ব্রুনেইসহ ও চীনের গুন্ডামির শিকার অন্য দেশগুলোর সঙ্গে সম্পর্ক মেরামত করতে ও বাড়াতে তৎপরতা চালাচ্ছে ফিলিপাইন।

সম্ভবত সি চিন পিং জাতীয়তাবাদী মনোভাব চাঙা করার কৌশল নিয়েছেন, যাতে দেশে তাঁর যে ব্যর্থতা, সেখান থেকে জনগণের মনোযোগ ভিন্ন দিকে নিয়ে যেতে চান। সি চিন পিং সম্ভবত এই হিসাব করেছেন, যদি সংঘাতের বিষয়টি সত্যি সত্যি সামনে এসে পড়ে, তাহলে ক্রমাগত আত্মকেন্দ্রিক হয়ে ওঠা যুক্তরাষ্ট্র আঞ্চলিক সংঘাতে তার মিত্র ফিলিপাইন, তাইওয়ান কিংবা অন্য কোনো দেশের পক্ষে এসে লড়াই শুরু করবে না।

চীনের কর্মকাণ্ডের তীক্ষ্ণ সমালোচনা করে চলেছে যুক্তরাষ্ট্র। গত বছর যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিরক্ষামন্ত্রী লয়েড অস্টিন মার্কোস জুনিয়রকে প্রতিশ্রুতি দেন যে দক্ষিণ চীন সাগর ও অন্যখানে যুক্তরাষ্ট্র সব সময় ফিলিপাইনকে পৃষ্ঠপোষকতা করে যাবে। এসব ঘটনা যে সত্যকে সামনে এনে দিচ্ছে সেটা হলো, আঞ্চলিক বিরোধপূর্ণ বিষয়ে সম্ভাব্য বৈশ্বিক প্রভাব কতটা বিপজ্জনক মাত্রায় চলে যেতে পারে।

সি চিন পিংয়ের সম্প্রসারণবাদী নীতি অন্য দেশগুলোর ওপরেও একই ধরনের অভিঘাত সৃষ্টি করছে। সম্প্রতি পূর্ব চীন সাগরের সেনকাকু দ্বীপে চীনের জাহাজ উপস্থিতির প্রতিবাদ জানিয়েছে জাপান। সেনকাকু দ্বীপকে নিজেদের বলে দাবি করে বেইজিং। গত মাসে নজিরবিহীনভাবে একটা গুপ্তচর বিমান জাপানের আকাশসীমা লঙ্ঘন করে।

এসব উসকানির প্রতিক্রিয়ায় জাপান যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সামরিক সম্পর্ক মজবুত করেছে। চীন জোর করে তাইওয়ানকে ‘পুনরেকত্রীকরণের’ চেষ্টা জারি রাখায় জাপানের ব্যবসা ও নিরাপত্তায় ব্যাপক প্রভাব পড়ছে। সি চিন পিং প্রেসিডেন্ট থেকে সরে যাওয়ার আগেই সেটা করে যেতে চান।

১৯৪৫ সালের পর থেকে জাপান যে শান্তিবাদী নীতি বজায় রেখে আসছিল, ধীরে ধীরে সেখান থেকে সরে আসছে। প্রতিরক্ষা খাতে জাপান বাজেট বরাদ্দ বাড়াচ্ছে এবং আঞ্চলিক দেশগুলোর সঙ্গে সংযোগ তৈরি করছে।

দৃষ্টান্ত হিসেবে জাপান তাদের দীর্ঘকালের শত্রুদেশ দক্ষিণ কোরিয়ার সঙ্গে সম্পর্ক শক্তিশালী করেছে। ভারত, যুক্তরাষ্ট্র, অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গে মিলে নিরাপত্তা সহযোগিতা জোট কোয়াড গঠন করেছে জাপান। ফিলিপাইনের সঙ্গে একটা ‘সমুদ্রসীমাবিষয়ক সংলাপ’ শুরু করেছে। গত সপ্তাহে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন কোয়াড নেতাদের নিয়ে একটি বৈঠকের আয়োজন করেন। এই বৈঠকে দক্ষিণ চীন সাগরের বিষয়টি আলোচনার কেন্দ্র ছিল।

এই যে, দ্বিপক্ষীয়, বহুপক্ষীয় এবং যৌথ প্রতিরক্ষা সংযোগগুলো সম্প্রসারিত ও দৃঢ় হচ্ছে, সে বিষয়টি নিয়ে আঞ্চলিক রাজনীতিবিদেরা এশিয়ার ন্যাটো ধারণা নিয়ে কথা বলছেন। সি চিন পিং এ ব্যাপারে কী ভাবছেন? সম্ভবত আজকের দিনের বেইজিংয়ের সম্রাট বিশ্বাস করেন, তার প্রতিবেশী দেশগুলো চীনের রূঢ় জবরদস্তি ও বিশাল অর্থনৈতিক শক্তির কাছে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম জানাবে। কম্বোডিয়া ও লাওস এরই মধ্যে এ তালিকায় যোগ দিয়েছে।

মালয়েশিয়াসহ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ২০টি দেশ কূটনৈতিক পথে সমাধানের জন্য তাদের আশা এখনো বাঁচিয়ে রেখেছেন। এ মাসে জাতিসংঘের সাধারণ অধিবেশনের এক ফাঁকে এই ২০ দেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী একসঙ্গে বসে সমুদ্রে চীনের মাস্তানির ব্যাপারে আলোচনা করবেন বলে আশা করা হচ্ছে।

সম্ভবত সি চিন পিং জাতীয়তাবাদী মনোভাব চাঙা করার কৌশল নিয়েছেন, যাতে দেশে তাঁর যে ব্যর্থতা, সেখান থেকে জনগণের মনোযোগ ভিন্ন দিকে নিয়ে যেতে চান। সি চিন পিং সম্ভবত এই হিসাব করেছেন, যদি সংঘাতের বিষয়টি সত্যি সত্যি সামনে এসে পড়ে, তাহলে ক্রমাগত আত্মকেন্দ্রিক হয়ে ওঠা যুক্তরাষ্ট্র আঞ্চলিক সংঘাতে তার মিত্র ফিলিপাইন, তাইওয়ান কিংবা অন্য কোনো দেশের পক্ষে এসে লড়াই শুরু করবে না। সি চিন পিংয়ের এই ধারণা খুব একটা ভুল প্রমাণিত হবে না, যদি নভেম্বরের নির্বাচনে বিচ্ছিন্নতাপন্থী ডোনাল্ড ট্রাম্প আবার প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন।

সাধারণভাবে যুদ্ধ ঐতিহাসিক অনিবার্যতা। কিন্তু এখন দক্ষিণ ও পূর্ব চীন সাগরে যুদ্ধ এড়ানো সম্ভব যদি চীনের কমিউনিস্ট পার্টি বিজয়ী সাম্রাজ্যবাদীর মতো আচরণ করা বন্ধ করে।

সিমোন টিসডাল, দ্য গার্ডিয়ানের পররাষ্ট্রবিষয়ক লেখক
দ্য গার্ডিয়ান থেকে নেওয়া, ইংরেজি থেকে অনুবাদ

গিডিয়ন লেভি

ইসরায়েল যখন যুদ্ধকে ‘মহাসুযোগ’ মনে করে

গাজায় একটি মহাসুযোগ কাজে লাগানোর পর ইসরায়েল এখন আরেকটি মহাসুযোগ কাজে লাগাতে যাচ্ছে। আর তা হলো লেবাননে একটি যুদ্ধ। যখনই যুদ্ধের আশঙ্কা দেখা দেয়, তখনই ইসরায়েল যেন এক অসীম সুযোগের ভূমিতে প্রবেশ করে। প্রতিটি যুদ্ধই একটি সুযোগ, আর প্রতিটি সুযোগ একটি যুদ্ধ ডেকে আনে।

গাজায় সমস্যা হয়েছে? যুদ্ধই সমাধান। উত্তরাঞ্চলীয় (লেবানন) সীমান্তে সমস্যা দেখা দিয়েছে? আরেকটি যুদ্ধ হোক। বহু ইসরায়েলি এখন বেশ উত্তেজিত হয়ে রয়েছে। হাজার হোক, তারা তো একরকম একটি সুযোগের জন্য বছরের পর বছর অপেক্ষা করছিল। অন্যরাও একে নীরবে সমর্থন দিচ্ছে একটি নিপীড়নমূলক অবস্থায় পতিত হয়ে। তবে তারা প্রায় সবাই একমত যে আর কোনো বিকল্প নেই।

যুদ্ধকে একটি ভয়াবহ প্রয়োজনীয়তা হিসেবে বিবেচনা করা এক জিনিস আর একে একটি সুযোগ হিসেবে দেখা আরেক জিনিস। একটি নতুন বিশ্ব, নতুন বাস্তবতা, আগের চেয়ে ভালো একটি অবস্থা তৈরি করার সুযোগ যে এটা। হামাস নির্মূল হবে, জিম্মিরা সব ছাড়া পাবে আর হিজবুল্লাহ উপহাসের পাত্রে পরিণত হবে। উত্তরাঞ্চল থেকে ঘরবাড়ি ছেড়ে আসা ইসরায়েলিরা আবার তাদের বাড়িতে ফিরে যাবে, গ্যালিলেতে ফুল ফুটবে। একই রকম অবস্থা দেখা দেবে গাজা সীমান্তের অধিবাসীদের জন্য। যুদ্ধ কী চমৎকার সুযোগটাই না বয়ে এনেছে!

অথচ সত্যি ঘটনা হলো, ইতিহাসজুড়ে ইসরায়েল এমন একটি যুদ্ধও করতে পারেনি, যা পরিস্থিতির উন্নতি ঘটিয়েছে বা সমস্যার সমাধান করেছে; বরং ১৯৬৭ সালের মতো আরও কিছু যুদ্ধ পরিস্থিতিকে খারাপের দিকে ঠেলে দিয়েছে। তারপরও বলা হয়েছে, পরবর্তী যুদ্ধের জন্য একটু অপেক্ষা করো, যা আমাদের সব সমস্যার সমাধান ঘটাবে এবং তা চিরতরে।

আসলে তো ‘চিরতরে’ এই ‘পরিপূর্ণ বিজয়’ ঘটেছে অতীতে। হামাসকে চিরতরে পরাজিত করা হয়েছে—এটা ধরে নিয়ে ইসরায়েল এবার চিরদিনের জন্য হিজবুল্লাহকে পরাভূত করবে। সমস্যা হলো, এ রকম সবকিছুই শেষ হয় কয়েক বছর শান্ত থেকে আরেকটি যুদ্ধের মধ্য দিয়ে, যা আগেরটার চেয়ে খারাপ হয়। লেবাননে একটি বড়সড় যুদ্ধের সমর্থকেরা এখন আইডিএফকে বৈরুতের উপকণ্ঠে দেখার জন্য লালায়িত হয়ে আছে এই দাবিতে যে এটি একটি বিরাট সুযোগ। তারা নীতিনির্ধারকদের ওপর চাপ তৈরি করছে দ্রুত এ সুযোগ কাজে লাগানোর জন্য।

তাদের যুক্তি এ রকম, পেজার বিস্ফোরণে লেবাননে ৫০০ মানুষ নতুন করে অন্ধ হয়ে গেলেও এটা এমন এক সুবর্ণ সুযোগ তৈরি করেছে, যা আর ফেরত পাওয়া না-ও যেতে পারে। তাহলে যুদ্ধ শুরু করতে আর দেরি কেন? যুদ্ধ একটি সুযোগ বয়ে আনে—এমন ধারণা তো আসলে অসুস্থ মনোভঙ্গির এক প্রকাশ। সমস্যা সমাধানের একমাত্র পন্থা হিসেবে যুদ্ধকে বিবেচনা করা মানসিক বিকৃতির লক্ষণ। তবে যে দেশে দৈনিক ইসরায়েল হাইমের কলামিস্ট কারিন এলদাদের মতো কেউ যখন লেবাননে পেজার বিস্ফোরণে কয়েক ডজন মানুষের মৃত্যু ঘটা, কয়েক হাজারের আহত হওয়া ও কয়েক শ মানুষের অন্ধত্ববরণের ঘটনাকে ‘(হিব্রু) নতুন বছরের প্রাক্কালে আমাদের জাতির জন্য এক বিরাট উপহার’ হিসেবে আখ্যায়িত করতে পারেন, তখন আর কোনো কিছুতে বিস্মিত হওয়ার কিছু থাকে না।

‘উত্তরে আমাদের শত্রুরা যে অসাধারণ আঘাত পেয়েছে, সেটাই তো আমাদের দরকার। এতে যে চমৎকারিত্বের, যে নিখাদ লক্ষ্যভেদ ও নাকাল করার, সর্বোপরি এক লাখ ধাপ এগিয়ে চিন্তা করার সক্ষমতার যে প্রকাশ ঘটেছে, সেটাই তো দরকার,’ কাব্যিক ঢঙে কারিন এলদাদ বলেছেন। অথচ যেকোনো জ্ঞানবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের কাছে যুদ্ধ রক্তপাত, ধ্বংসযজ্ঞ ও ক্ষয়ক্ষতি ছাড়া আর কোনো কিছুর সুযোগ নয়।

যারা ‘চিরতরে’ সবকিছু করার ধারণাকে আঁকড়ে ধরে আছে, গাজা যুদ্ধের পর তাদের তো বেকুব বনে যাওয়ার কথা। এ যুদ্ধের মাধ্যমে আমাদের সব সমস্যার চিরতরে সমাধান ঘটার কথা ছিল। বাস্তবে এক বছরের মাথায় এসে দেখা যাচ্ছে, তীব্র লড়াই, হাজার হাজার প্রাণহানি আর পুরোপুরি ধ্বংসযজ্ঞ চালানোর পরও আমাদের কোনো সমস্যার সমাধান হয়নি। বরং যতটা খারাপ অবস্থায় ইসরায়েল এই যুদ্ধে নেমেছিল, যুদ্ধ শেষে তার চেয়ে অনেক বেশি খারাপ অবস্থায় দাঁড়াবে।

তাহলে কীভাবে কেউ চিন্তা করতে পারে যে অধিকতর শক্তিশালী একটি শত্রুর সঙ্গে অধিকতর প্রতিকূল ভূমিতে লড়তে গিয়ে সারা দুনিয়ার কাছ থেকে নিন্দা কুড়ানো শ্রান্ত এক সেনাবাহিনী গাজায় বিপর্যয়ের পর তার চেয়ে ভালো ফল বয়ে আনবে? বরং এমন চিন্তার মানেই হলো, বেশির ভাগ ইসরায়েলি গাজায় ব্যর্থতাকে আত্মস্থ করতে পারেনি। তারা এখনো এটা চিন্তাই করতে পারছে না যে সিডনের (ভূমধ্যসাগরের কোলঘেঁষা লেবাননের তৃতীয় বৃহত্তম শহর) দিকে দ্রুত ছুটে যাওয়ার চেয়ে বরং আর কোনো যুদ্ধে জড়িয়ে না পড়াই ইসরায়েলের জন্য ভালো হবে। রাফায় যে রকম ঘটেছিল, সে রকম না হওয়া। (ইসরায়েলজুড়ে) প্রতিবাদ হচ্ছে, তবে তা যুদ্ধের বিরুদ্ধে নয়।

যেখানে একদল সেনা অর্থহীন ও লক্ষ্যহীনভাবে নিধনযজ্ঞ চালাচ্ছে, নিজেরাও নিহত হচ্ছে, গাজায় ধ্বংসযজ্ঞ ছড়িয়ে দিচ্ছে, সেখানে অন্য দলের সেনারা উত্তর দিকে অগ্রসর হচ্ছে আরেকটি দুর্ভাগা যুদ্ধের জন্য এবং সেটাও সেসব সমস্যা চিরতরে নির্মূল করার জন্য। এ রকম একটি পরিস্থিতি চিন্তা করতেই মাথা ঘুরে যায়। অথচ সবাই উচ্চ স্বরে এসব নিয়ে শুনছে ও মিথ্যা গিলছে। আর লেবাননের পর আমরা ইরানকে দেখে নেব। সেখানেও আমাদের জন্য সুযোগ আসবে। আর তা আমাদের সমস্ত সমস্যা চিরতরে দূর করার!

গিডিয়ন লেভি ইসরায়েলি সাংবাদিক। হারেৎজে প্রকাশিত লেখা ইংরেজি থেকে বাংলায় রূপান্তর

প্রথম নজর

১১০০০ ভোল্টেজের বিদ্যুতের খুঁটি ধাক্কা মেরে ভাঙল বড় লরি

আজিজুর রহমান ● গলসি

আপনজন: নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে এগারো হাজার ভোল্টেজের বিদ্যুৎের খুঁটিতে ধাক্কা মারলো একটি পন্ন বোঝাই গাড়ি। ঘটনার জেরে বেশ চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পরে এলাকায়। বিচ্ছিন্ন বেশ কিছু গ্রামের বিদ্যুৎ পরিসেবা। যা ঠিক করতে বেশ বেগ পেতে হয় বিদ্যুৎ দপ্তরের কর্মীদের। বরাত জোরে প্রানে বাঁচলেন গাড়ির চালক ও আসপাশের লোকেরা। স্থানীয়দের থেকে জানা গেছে, শুক্রবার সকাল সাড়ে সাতটা নাগাদ ১৯ নম্বর জাতীয় সড়কের গলসি থানার গলিগ্রামে পথ দুর্ঘটনাটি ঘটেছে। তারা জানান, গাড়িটি বর্ধমানের দিক থেকে দুর্গাপুরের দিকে যাচ্ছিল। গলিগ্রামের জিও পাম্প একটু আগে কালুর হোটেলের কাছে গাড়িটি নিয়ন্ত্রণ হারায়। ধাক্কা মারে রাস্তার পাশে থাকা তার দোকানে। গাড়ির গতি বেশি থাকায় দোকান টপকে গাড়িটি এগারো হাজার বিদ্যুৎ সরবরাহের বেশকিছু খুঁটিতে ধাক্কা মেরে ভেঙে দেয়। ঘটনায় চারিদিকের বিদ্যুতের তার ছিঁড়ে পরে। শটসার্কিটের কারনে ততখনাক বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন হওয়ায় বড়সড় দুর্ঘটনা থেকে রক্ষা পান গাড়ির চালক সহ অনেকেই।

খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে গলসি থানার পুলিশ। তারাই খবর দেন বিদ্যুৎ দপ্তরে। পাশাপাশি গাড়িতে আটকে থাকা চালককে উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠায় পুলিশ। খবর পেয়ে বিদ্যুৎ দপ্তরের কর্মীরা এসে ভাঙা খুঁটি সরিয়ে নতুন করে বিদ্যুৎ পরিসেবা দেওয়ার ব্যবস্থা করেন। দুর্ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

মহীতোষ নন্দী কলেজে পরিচ্ছন্নতা অভিযান

আব্দুস সামাদ মন্ডল ● জাঙ্গিপাড়া

আপনজন: জাঙ্গিপাড়ার মহীতোষ নন্দী মহাবিদ্যালয়ের এনএসএস ইউনিট থেকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা অভিযান করল যার এবারের থিম হলো স্বভাব-স্বচ্ছতা সংস্কার-স্বচ্ছতা।মহাবিদ্যালয় সংলগ্ন জাঙ্গিপাড়া বাজার ও বাসস্ট্যান্ড পরিচ্ছন্নতা অভিযান করেন পড়ুয়ারা। এই অভিযানের উদ্দেশ্য ছিল পরিচ্ছন্নতার প্রতি সচেতনতা বৃদ্ধি করার সাথে সাথে শিক্ষার্থীদের এবং স্থানীয় জনগণের মধ্যে পরিবেশ সুরক্ষায় দায়িত্ববোধ প্রতিষ্ঠা করা এবং একক-ব্যবহারযোগ্য প্লাস্টিকের ক্ষতিকর প্রভাব সম্পর্কে জনসাধারণকে সচেতনতার মাধ্যমে জনগণকে প্লাস্টিকের ব্যবহার কমাতে উদ্বুদ্ধ করা। এনএসএস কার্যাধিকারী বিকাশ নস্কর বক্তব্যে পরিচ্ছন্নতার প্রয়োজনীয়তার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন এবং স্বেচ্ছাসেবকদের মহাবিদ্যালয় চত্বর এবং তার নিজের পরিবেশকে পরিচ্ছন্ন রাখা কর্তব্য বলে তুলে ধরেন। প্রতিটি ভলেন্টিয়ার আনুমানিক এক কেজি করে প্লাস্টিক সংগ্রহ করে এবং তা স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েতের আধিকারিকের নিকট তুলে দেওয়া হয় ডিসপোজের উদ্দেশ্য। স্বেচ্ছাসেবকদের পরিবেশ পরিচ্ছন্নতার প্রতি শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে উক্ত উদ্যোগের সমাপ্তি ঘটে।

বন্যার্তদের ত্রাণ নাগরিক সুরক্ষা মঞ্চের

নিজস্ব প্রতিবেদক ● হুগলি

আপনজন: নিম্নচাপ এবং ডিবিসি ছাড়া জলে প্লাবিত হয় পশ্চিমবঙ্গের কয়েকটি জেলা তার মধ্যে হাওড়া হুগলি মেদিনীপুর উল্লেখযোগ্য ।হুগলি জেলার খানাকুলে দেখা গিয়েছে ভয়াবহ বন্যা। খানাকুলের এলাকায় প্রতিবছর বন্যা হলেও এ বছর যেন বন্যার ভয়াবহ রূপ দেখা গিয়েছে। ইতিমধ্যে রাজ্য সরকারের মুখ্য আধিকারিক সহ সরকারি আধিকারিকরা এলাকা পরিদর্শন করে ত্রাণ পৌঁছানোর কাজ শুরু করেছেন। পরিস্থিতি কিছুটা স্বাভাবিক হলেও মানুষ সহায় সম্বলহীন। সরকারি এবং বেসরকারিভাবে অসহায় সর্বশ্রান্ত মানুষগুলির কাছে ত্রাণ পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে। জলবন্দি এইসব প্রত্যন্ত এলাকাগুলিতে ত্রাণ সামগ্রী পৌঁছে দিল সংখ্যালঘু নাগরিক সুরক্ষা মঞ্চ খানাকুল ২ অঞ্চলের অধীনে বন্দর,ধন্যনগরী, রামচন্দ্রপুর, বাগনান এলাকাগুলিতে খাদ্য সামগ্রী সহ নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী অসহায় মানুষগুলোকে পৌঁছে দেয়া হয় ।

বিদ্যাসাগরের জন্মদিন পালন প্রাইমারি স্কুলে

অভিজিৎ হাজরা ● আমতা

আপনজন: অন্যরকম ভাবে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের জন্মদিন পালন করল গ্রামীণ হাওড়া জেলার উলুবেড়িয়া উত্তর বিধান সভার আমতা ১ নং ব্লকের সিরাজ বাটি চক্রের অন্তর্গত আমতা আওড়গাছি প্রাথমিক বিদ্যালয়। তারা আয়োজন করেছিল বাল্য বিবাহ প্রতিরোধে বিশেষ সচেতনতামূলক অনুষ্ঠান। বিদ্যালয়ের ছোট ছোট শিশুদের এবং উপস্থিত অভিভাবকদের বোঝানো হয় বাল্যবিবাহ বিশেষ করে নাবালিকা বিবাহের কুফলগুলি।

আরো বোঝানো হয় উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ করে আর্থিকভাবে নিজেদের পায়ে দাঁড়ানোর কথা। উপস্থিত অভিভাবকদের আহ্বান জানানো হয় এলাকায় বাল্যবিবাহ তথনাবালিকা বিবাহ প্রতিরোধে সক্রিয় হতে, প্রয়োজনে প্রশাসনের দ্বারস্থ হতে। প্রধান শিক্ষক প্রদীপ রঞ্জন রীত জানান-”ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর বাল্যবিবাহ রোধে আজীবন সংগ্রাম করেছিলেন। কিন্তু এখনও সমাজের সর্বস্তর থেকে এই অভিশাপ দূর হয়নি।

রাজবংশী ভাষার শিক্ষকরা বেতন না পাওয়ায় অবস্থান-বিক্ষোভ

অমরজিৎ সিংহ রায় ● বালুরঘাট

আপনজন: দীর্ঘ কয়েক মাস ধরে বেতন পাচ্ছেন না রাজবংশী ভাষার প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকারা।

এই অভিযোগে শুক্রবার গণঅবস্থান বিক্ষোভে সামিল হন দি গ্রেটার কোচবিহার পিপল অ্যাসোসিয়েশন এর দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা শাখার সদস্যরা। বালুরঘাটে অবস্থিত জেলাশাসকের দপ্তরের সামনে চলে এই গণ অবস্থান বিক্ষোভ কর্মসূচি।

রাজবংশী ভাষার শিক্ষক-শিক্ষিকাদের অভিযোগ, দীর্ঘ প্রায় দশ মাস অতিক্রান্ত হয়ে গেলেও এখনো মিলছে না তাঁদের বেতন। দক্ষিণ দিনাজপুরে জেলার পার্শ্ববর্তী জেলাগুলিতে কর্মরত শিক্ষক-শিক্ষিকারা নিয়মিত বেতন পেলেও, এই জেলা শিক্ষক শিক্ষক-শিক্ষিকারা বেতন পাচ্ছেন না। গত ডিসেম্বর মাসের ১৫ তারিখে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের নিয়োগ করা হলেও এখানকার শিক্ষক শিক্ষিকারা কোন বেতন পাচ্ছেন না। এই দাবিতেই এদিন সংগঠনের সদস্যরা জেলা শাসকের দপ্তরের সামনে অবস্থান-বিক্ষোভ কর্মসূচিতে শামিল হন। অবস্থান বিক্ষোভ কর্মসূচির আগে সংগঠনের তরফে একটি মিছিল বের করা হয়। সেই মিছিলটি গোটা শহর পরিক্রমা করে জেলা শাসকের দপ্তরের সামনে এসে শেষ হয়। এরপরে সংগঠনের সদস্যদের একটি প্রতিনিধি দল জেলা শাসকের কাছে লিখিত আকারে তাঁদের দাবি পত্র তুলে ধরেন। অন্যদিকে, অবস্থান বিক্ষোভ কর্মসূচি কে কেন্দ্র করে কোন রকম অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে জেলা শাসকের দপ্তরের সামনে মোতায়ন ছিল প্রচুর পরিমাণে পুলিশ বাহিনী। এদিনের এই কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন, সংগঠনের জেলার সম্পাদক বিশ্বজিৎ বর্মন, কেন্দ্রীয় কমিটির অন্যতম সদস্য পরিমল বর্মন সহ রাজবংশী ভাষার স্কুল গুলির শিক্ষক-শিক্ষিকারা।

এ বিষয়ে সংগঠনের কেন্দ্রীয় কমিটির তরফে পরিমল বর্মন জানান, ‘মুখ্যমন্ত্রী রাজবংশী ভাষার স্কুল গুলিকে সরকারি অনুমোদন দিয়েছিল। শিক্ষক-শিক্ষিকারাও সরকারিভাবে নিয়োগ পেয়েছিলেন। কিন্তু তাঁরা নিয়মিত বেতন পাচ্ছেন না। এর আগে জেলা শাসকের দপ্তরের আমরা অনেকবার এসেছি। আলোচনাও হয়েছে। তবুও এই সমস্যার সমাধান হয়নি। তবে আজ জেলা শাসকের মাধ্যমে আমরা জানতে পেরেছি, আমাদের বেতন দেবার জন্য সমস্ত নির্দেশিকা চলে এসেছে। পুজোর আগেই আমাদের এই বকেয়া বেতন মিটিয়ে দেয়া হবে।’

স্বল্প আসনের ইভি বা ইলেকট্রিক বাস বানালেন বাঁকুড়ার চঞ্চল সিং

সঞ্জীব মল্লিক ● বাঁকুড়া

আপনজন: বাঁকুড়ার ব্যক্তি বানালেন একটি ছোট্ট ইভি বাস, বা ইলেকট্রিক বাস। দু’দিক খোলা এই টোটোর মতো দেখতে ইলেকট্রিক চারচাকা বাস আকারে একটি সাধারণ টোটো থেকে প্রায় দুগুণ বড়। আরাম করে বসতে পারবেন প্রায় ১৬ জন প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ। বাচ্চারা হলে ২৫ থেকে ৩০ টি বাচ্চা অনায়াসেই বসতে পারবে এই ইলেকট্রিক বাসে। বাঁকুড়ার বাসিন্দা চঞ্চল সিং বানিয়েছেন এই ইলেকট্রিক বাস। এর আগে তিনি বানিয়ে ছিলেন ইলেকট্রিক জিপ এবং ইলেকট্রিক টোটো। এবার বানালেন ইলেকট্রিক বাস। চঞ্চল সিং জানান, “ইলেকট্রিক বাস অর্ডার নিয়ে বানিয়েছি। একটি চারচাকা গাড়ি যেখানে বসতে পারবেন প্রায় ১৬ জন। ব্যবহার করা হয়েছে উচ্চ গুণগত মানের মেটেরিয়াল।”

এই ইলেকট্রিক বাসটিকে শক্তি যোগাচ্ছে একটি লিথিয়াম ব্যাটারি, যার ওয়ারেন্টি থাকছে পাঁচ বছর। চঞ্চল সিং জানান একটি লিথিয়াম ব্যাটারির জীবন চক্র হয়ে থাকে প্রায় ১২ থেকে ১৪ বছর। মাত্র ৩ থেকে সাড়ে তিন ঘণ্টার মধ্যে গাড়িটি ফুল চার্জ হয়ে যাবে। একবার চার্জে এই গাড়ি চলতে পারে প্রায় ২৫০ কিলোমিটার। রয়েছে ডিসক এবং ড্রাম ব্রেক। গাড়িটির দেহ বানাতে ব্যবহার করা হয়েছে “স্টিল”। ব্যবহার হয়েছে উচ্চ গুণগত মানের চাকা। “সাসপেনশনের” উপর দেয়া হয়েছে বিশেষ গুরুত্ব। কেউ যদি অর্ডার দিয়ে এই গাড়ি কিনতে চান তাহলে তার মূল্য হল সাড়ে তিন থেকে চার লাখ টাকা।

বাঁকুড়া জেলার নামের পাশে প্রান্তিক শব্দটি আমরা দেখতে পাই। তবুও বছরের পর বছর নানা রকম প্রতিকূলতা এবং প্রতিঘাত সামাল দিয়ে শিক্ষাক্ষেত্রে দুর্দান্ত ফল করেছে বাঁকুড়া জেলা। সাম্প্রতিক উদ্ভাবনের ক্ষেত্রেও বাঁকুড়া জুড়ি মেলা ভার। সোলার গাড়ি থেকে শুরু করে, যারা চোখে দেখতে পান না তাদের জন্য লেসার চশমা হোক অথবা চঞ্চল সিং এর তৈরি করা বিশাল ইলেকট্রিক বাস। ভাবনা এবং শিক্ষাকে আলিঙ্গন করে এগিয়ে যাচ্ছে প্রান্তিক বাঁকুড়া।

জয়নগরের পুজো কমিটির মিলল চেক

চন্দনা বন্দ্যোপাধ্যায় ● জয়নগর

আপনজন: শুক্রবার বারুইপুর পুলিশ জেলার জয়নগর থানার উদ্যোগে জয়নগর শিবনাথ শাস্ত্রী সদনে জয়নগর থানা এলাকার ১৪২ টি সরকারি অনুমোদন প্রাপ্ত পুজো কমিটির হাতে সরকারি অনুদানের চেক তুলে দেওয়া হল। এদিন এই চেক বিতরণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বারুইপুর পুলিশ জেলার সুপার পলাশ চন্দ্র ঢালি, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (জোনাল) রুপান্তর সেনগুপ্ত, জয়নগর বিধানসভার বিধায়ক বিশ্বনাথ দাস, বারুইপুর পূর্ব বিধানসভার বিধায়ক বিভাস সরদার, বারুইপুর এস ডি পি ও অতীশ বিশ্বাস, জয়নগর থানার আই সি পার্থ সারথি পাল, জয়নগর ১ নং বিডিও পূর্ণেন্দু স্যানাল, জয়েন্ট বিডিও তনয় মুখার্জি, জয়নগর ১ নং পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি ঋতুপর্ণা বিশ্বাস, সহকারী সভাপতি সুহানা পারভীন বৈদ্য, সমাজসেবী তুহীন বিশ্বাস,জয়নগর মজিলপুর পৌরসভার চেয়ারম্যান সুকুমার হালদার, ভাইস চেয়ারম্যান রথীন কুমার মন্ডল সহ আরো অনেকে। এদিন বিধায়কদ্বয় সকল পুজো কমিটিকে শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রেখে পুজোর উৎসব কাটাতে বলেন।

কুলতলির পুজোর কমিটি পেল অনুদান

হাসান লস্কর ● কুলতলি

আপনজন: মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে কুলতলী থানা এলাকায় সরকারি নথিভুক্ত ৬৬ টি পূজা কমিটিগুলিকে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের আর্থিক সহায়তা ৮৫ হাজার টাকার চেক তুলে দিলেন।

বারুইপুর পুলিশ জেলার পুলিশ সুপার পলাশ চন্দ্র ঢালী,এডিস্যানাল এস পি জোনাল রূপঙ্কর সেনগুপ্ত,এসডিপিও অতিষ বিশ্বাস, কুলতলি থানার আই সতিনাথ চট্টরাজ, কুলতলি বিধানসভার বিধায়ক গণেশচন্দ্র মন্ডল সহ একাধিক পুলিশ আধিকারিক। কুলতলী থানা এলাকাধীন নয়টি গ্রাম পঞ্চায়েতের দুর্গাপূজা কমিটির কর্মকর্তাগণ, ২৭ শে সেপ্টেম্বর শুক্রবার বিকালে। ৩টা৩০ মিনিট নাগাদ। এ বিষয় নিয়ে বারাইপুর পুলিশ জেলার এসপি পলাশচন্দ্র ঢালী জানান দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা বারুইপুর পুলিশ ডিস্টিকের সমস্ত পূজা কমিটি গুলিকে আমরা মঞ্চে তুলে দিচ্ছি এবং সরকারি নির্দেশিকা মান্যতা দেয়ার জানাচ্ছি এলাকায় অসামাজিক কাজকর্মের দিকে এই পূজা দিনগুলিকে কড়া নজরদারিও চালাবেন এমনই জানান তিনি।

পুজো মণ্ডপ খতিয়ে দেখবেন দমকল কর্তারা

নিজস্ব প্রতিবেদক ● কলকাতা

আপনজন: আসন্ন দুর্গাপুজোয় ফায়ার এস্টিংগুইসার ২ টি করে প্যান্ডেলে রাখতে হবে।

যদি কেউ চালাতে না পারে তাহলে তাদের ট্রেনিং দেওয়া হবে।

সোমবার থেকে কলকাতার বড় পুজো প্যান্ডেলে দমকল বিভাগের পরিদর্শন করা হবে ডিজির নেতৃত্বে । বেশ কয়েকটি সচেতনতা ক্যাম্প করা হবে দুর্গাপূজোর সময়।

শুক্রবার সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে এ কথা জানান রাজ্যের দমকলমন্ত্রী সুজিত বসু। মানুষকে সচেতন করার জন্য ২৫টি করা সচেতনতা ক্যাম্প করা হবে দুর্গাপূজোর সময়।৯৬টি অতিরিক্ত ফায়ার স্টেশন থাকবে কলকাতা সহ বিভিন্ন জেলা মিলিয়ে। ৭৫টি নতুন ফায়ার টেন্ডার আসছে পুজোর আগেই। ২০টি সিম বেশ ওয়াকিটকি থাকবে। তারাপীঠে মানুষের কথা ভেবে ফেয়ারস্টেশন হবে। ছোট ব্যবসায়ী দের জন্য অগ্নি নির্বাপক সার্টিফিকেটের জন্য নিজেরাই NOC দিতে পারবে।কালীঘাট ,টালিগঞ্জ ফায়ার ব্রিগেডের সংস্কার কাজ শুরু হয়েছে বলে দমকলমন্ত্রী জানান। তিনি বলেন, মার্চ এর মধ্যে কাজ সম্পূর্ণ হবে।

ফিরহাদের ওএসডির বিরুদ্ধে তোলাবাজির অভিযোগ দায়ের থানায়

নিজস্ব প্রতিবেদক ● কলকাতা

আপনজন: কলকাতা পৌরনিগমের মেয়র ও রাজ্যের মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিমের ওএসডি (অফিসার অন স্পেশাল ডিউটি) কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে তোলাবাজির অভিযোগ উঠেছে। অভিযোগকারীদের দাবি, তৃণমূল কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম ব্যবহার করে অর্থ আদায়ের চেষ্টা করা হয়েছে। এ বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে, ফিরহাদ হাকিম স্পষ্ট জানান, তার কাছে এখনো এ ধরনের কোনো তথ্য পৌঁছায়নি। তিনি বলেন, “আমার কাছে এবিষয়ে কোনো খবর নেই। যদি ওএসডি কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে অভিযোগ থাকে, তাহলে আমাকে জানানো উচিত ছিল। আমি নিজেই তদন্তের ব্যবস্থা করতাম। তবে আমার কাছে যদি কোনো অভিযোগ না আসে, তাহলে আমি তাকে কীভাবে সরাবো?”

মন্ত্রী আরও বলেন, অভিযোগ যথাযথ হলে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে। তবে এখনো পর্যন্ত কোনো আনুষ্ঠানিক অভিযোগ জমা পড়েনি বলে তিনি উল্লেখ করেন। অন্যদিকে, কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় এই অভিযোগের বিষয়ে কোনো মন্তব্য করেননি।

২ অক্টোবর জমিয়তে আহলে হাদীসের জেলা সম্মেলন গোয়ালপোখরে

মোহাম্মদ জাকারিয়া ● ইসলামপুর

আপনজন: ইসলামের মহান আদর্শ ও নৈতিক শিক্ষার প্রচার ও প্রসারে উত্তর দিনাজপুরে আয়োজিত হতে যাচ্ছে জমঈয়তে আহলে হাদীসের বিশাল জেলা সম্মেলন। আগামী ২ অক্টোবর গোয়াগাঁও প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মাঠে অনুষ্ঠিতব্য এই সম্মেলন, ইসলামী চিন্তাধারা ও সমাজের কল্যাণমূলক দিকগুলো নিয়ে আলোকপাত করবে। কেন্দ্রীয় সভাপতি আসগার আলি ইমাম মাহদী সালাফীর বিশেষ উপস্থিতিতে আয়োজিত এই সম্মেলন ধর্মীয় ভাবগম্ভীরতায় ভরপুর হতে চলেছে, যেখানে বিশিষ্ট ইসলামিক বক্তারা ইসলামের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা করবেন। উত্তর দিনাজপুর জেলার গোয়ালপোখর ১ নম্বর ব্লকের গোয়াগাঁও প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মাঠে আগামী ২ অক্টোবর ২০২৪ অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে জমঈয়তে আহলে হাদীস সংগঠনের জেলা সম্মেলন। এই জেলা সম্মেলন প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন জমঈয়তে আহলে হাদীস সংগঠনের ভারতের কেন্দ্রীয় সভাপতি আসগার আলি ইমাম মাহদী সালাফী ও মাদানী সাহেব। এছাড়াও বিভিন্ন ইসলামিক বক্তাগণ উপস্থিত থাকবেন। সম্মেলনে ইসলাম নিয়ে আলোচনা করবেন বিশিষ্ট বক্তাগণ। আশেপাশের এলাকার মুসলিম সমাজকে এই সম্মেলনে অংশগ্রহণের আহ্বান জানিয়েছেন আয়োজকরা।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

মানসিক ভারসাম্যহীন মহিলা উদ্ধার

সুভাষ চন্দ্র দাশ ● জীবনতলা

আপনজন: মানসিক ভারসাম্যহীন এক মহিলাকে উদ্ধার করল পুলিশ। ঘুটিয়ারি শরিফের মাকালতলা এলাকা থেকে বৃহস্পতিবার তাকে উদ্ধার করা হয়। পুলিশ জানিয়েছে বছর ছাব্বিশের বয়সের ওই মহিলার কোন পরিচয় পাওয়া যায়নি। তার পরিচয় জানার চেষ্টা করা হচ্ছে। আপাতত তাকে হোমে পাঠানো হয়েছে। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রের খবর, এদিন ওই মানসিক ভারসাম্যহীন মহিলা মাকালতলা এলাকায় ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন। তাকে দেখে সন্দেহ হয় স্থানীয় লোকজনের। চোর সন্দেহে তারা ওই মহিলাকে আটকে রেখে পুলিশকে খবর দেয়। পরে পুলিশ এসে ওই মহিলাকে উদ্ধার করে নিয়ে যায়। কিন্তু ওই মহিলা কোনভাবেই তার নাম পরিচয় জানাতে পারেনি। পরে পুলিশ ওই মহিলাকে জেলার একটি হোমে পাঠিয়ে দেয়। পুলিশ জানিয়েছে ওই মহিলার পরিচয় জানার জন্য বিভিন্ন থানায় মেসেজ পাঠানো হয়েছে। শুরু হয়েছে খোঁজখবর।

বিদ্যাসাগরের জন্মজয়ন্তী প্রাইমারি স্কুলে

অভিজিৎ হাজরা ● আমতা

আপনজন: গ্রামীণ হাওড়া জেলার উলুবেড়িয়া উত্তর বিধান সভার অন্তর্গত আমতা ১নং ব্লকের সিরাজবাটি চক্রের অন্তর্গত মোল্লারচক প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বিদ্যাসাগরের ২০৫ তম জন্মজয়ন্তী সাড়ম্বরে পালিত হল। বর্ষণমুখর প্রকৃতিকে উপেক্ষা করে বিদ্যালয়ের ছাত্র -ছাত্রী, অভিভাবক -অভিভাবিকাদের উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো। এই অনুষ্ঠানে বিদ্যাসাগরের জীবনী, কর্মজীবন, মাতৃভক্তি,দেশভক্তি নিয়ে বক্তব্য রাখেন সাংবাদিক অর্ণব সাউ, বিদ্যালয়ের সহ শিক্ষক সুপ্রীয় কুমার প্রামাণিক,সহ শিক্ষক সুব্রত। উপস্থিত ছিলেন মোল্লারচক প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রাক্তন শিক্ষক তথা হাটাল প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক বিদ্যুৎ মজুমদার প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।

পশ্চিম বর্ধমানের শিক্ষক জইনুলকে ‘বিদ্যাসাগর’ সম্মাননা’ বাংলা পক্ষের

মোল্লা মুয়াজ ইসলাম ● দুর্গাপুর

আপনজন: শিক্ষাক্ষেত্রে অসামান্য অবদানের জন্য বাংলা ভাষার পক্ষে আন্দোলনকারী সংগঠন ‘বাংলা পক্ষ’ পশ্চিম বর্ধমান ‘বিদ্যাসাগর’ সম্মাননা’ দিল জেমুয়া ভাদুবালা বিদ্যাপীঠের প্রধান শিক্ষক জইনুল হককে।

ছোটবেলার শিক্ষক শিশির দত্ত ও পরেশ চক্রবর্তী দেখে উদ্বুদ্ধ হয়ে ভারতীয় বায়ু সেনার চাকরি ছেড়ে শিক্ষকতার পেশায় আসেন।

২০০৫ সালে যোগদানের পর থেকেই শিক্ষাঙ্গনের বেহাল দশা দেখে তিনি হতাশ হয়েছিলেন। চেষ্টা করেছিলেন সেগুলো পরিবর্তন করার। কিন্তু বুঝতে পেরেছিলেন প্রশাসনিক পদ না পেলে কিছু করা যাবে না। বর্ধমানের রায়না ব্লকের সেহারা গ্রাম পঞ্চায়েত এর আউশাড়া গ্রামে জন্ম। গ্রামের স্কুলে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত পড়ার পর মাধ্যমিক পরীক্ষা দেন সেহারা বাজার চন্দ্র কুমার ইনষ্টিটিউশন থেকে ১৯৮৪ সালে। ঐ সময় স্টার মার্কস পেয়ে মাধ্যমিক পাশ করার পর উচ্চ মাধ্যমিক বিজ্ঞান বিভাগে ভরি ন মিউনিসিপ্যাল বয়েস হাইস্কুলে। তারপর ভারতীয় বায়ু সেনার মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগে যোগদান করেন ১৮ বছর বয়সে। চাকরিরত অবস্থায় পড়াশোনা করে স্কুল সার্ভিস কমিশনের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে যোগদান দুর্গাপুর প্রোজেক্টস বয়েজ হাইস্কুলে।

২০১৯ সালে প্রধান শিক্ষকের পরীক্ষায় পাশ করে বেছে নেন দুর্গাপুর সংলগ্ন জেমুয়া ভাদুবালা বিদ্যাপীঠ। একটা সরকারি বিদ্যালয় কে উনি কতটা ভালোবাসেন এবং সেখানে উপস্থিত সকল ছাত্র ছাত্রীদেরকে উনি নিজের সবটা দিয়ে কি পরিমাণে ভালোবাসেন এবং তাদেরকে সবরকম ভাবে শিক্ষা দিয়ে চলেছেন । সেখানকার পরিবেশটাকে তিনি একটা অন্যরূপ দিয়েছেন সেখানের প্রতিটি দেওয়ালে ভরে আছে তার ছত্র ছায়ায় বেড়ে ওঠা ছেলে মেয়েদের অপূর্ব হাতের কাজ । সেখানের মেয়েদের বাথরুম থেকে শুরু করে কমনরুম , মিড ডে মিল খাওয়ার স্থান , বায়ো টয়লেট , ক্লাসরুম সবকিছুকে তিনি নিজের মতো করে ব্যবস্থা করেছেন এবং বিদ্যালয় এর উন্নতি করে চলেছেন। তিনি সেখানে একটা রোবোটিক্স ল্যাব বানিয়েছেন যেখানে বাচ্চারা আধুনিক জিনিষ নিজের হাতে বানাচ্ছে তার মধ্যে রয়েছে 3D পেইন্টিংস রোবোটিক গাড়ি ইত্যাদি আরো অনেক কিছু। শিশুরা রবিবারও বিদ্যালয় আসে , এতটাই ভালোবাসে তারা তাদের প্রধান শিক্ষককে।

রিয়ালে দুটি বিএমডব্লিউ পেলেন ৭ গোল করা এমবাপ্পে

আপনজন ডেস্ক: রিয়াল মাদ্রিদে কিলিয়ান এমবাপ্পের শুরুটা হয়েছে অম্লমধুর। প্রথম ম্যাচেই গোল করে রিয়াল মাদ্রিদকে স্প্যানিশ সুপার কাপের শিরোপা জেতাতে ভূমিকা রেখেছেন। এরপর লিগে তিন ম্যাচে গোলহীন থাকার পর টানা ৫ ম্যাচে করলেন গোল (৬টি)।
সর্বশেষ ম্যাচে অবশ্য চোটে পরে তিন সপ্তাহের জন্য মাঠের বাইরে ছিটকেও গেছেন। কয়েক সপ্তাহের অম্লমধুর এ যাত্রায় আরও একটি প্রাপ্তি আছে এমবাপ্পের। প্রাপ্তি অবশ্য একটি নয়, দুটি। রিয়ালের এসে গত কয়েক মাসে দুটি বিলাসবহুল গাড়ি পেয়েছেন এ ফরাসি তারকা।
রিয়ালে যোগ দেওয়ার পরই এমবাপ্পেকে বিএমডব্লিউ আই৭ দেয় রিয়াল কর্তৃপক্ষ। সেই গাড়িটি পুরোনো হওয়ার আগেই সাবেক এই পিএসজি তারকাকে আরও একটি বিলাসবহুল গাড়ি উপহার দিল মাদ্রিদের ক্লাবটি। এবার এমবাপ্পেকে রিয়াল উপহার দিয়েছে বিএমডব্লিউ এক্সএম। মজার ব্যাপার হচ্ছে, এমবাপ্পের কাছে গাড়ি চালানোর লাইসেন্সই নেই। ৬ বছর আগেই অবশ্য লাইসেন্স পেতে পারতেন এমবাপ্পের। ফ্রান্সে ১৮ বছর হলেই ড্রাইভিং টেস্ট দিয়ে লাইসেন্স পাওয়ার সুযোগ আছে। কিন্তু সে পথে হাঁটেননি এমবাপ্পে। ফলে গ্যারেজে গাড়ির পর গাড়ি জমলেও কোনোটাই আর নিজে চালিয়ে দেখতে পারেননি। ক্লাবের ঠিক করে দেওয়া ব্যক্তিগত ড্রাইভারই মূলত তাঁর গাড়ি চালান। ফুটবল অঙ্গনে ক্রিস্টিয়ানো রোনালদোসহ অনেক তারকার গাড়ি সংগ্রহের শখ আছে। আনন্দ নিয়ে বিভিন্ন সময় তাঁদের ড্রাইভিংও করতে দেখা যায়। কিন্তু এমবাপ্পে নিজে কখনো কাজটি উপভোগ করেননি। এক সাক্ষাৎকারে এমবাপ্পে বলেছিলেন, 'অনেকের কাছে এটি একটি বাধ্যবাধকতার মতো। কিন্তু আমার কাছে এটা কখনোই অগ্রাধিকারের জায়গায় ছিল না।'
ফরাসি সংবাদপত্রের দেওয়া তথ্য বলছে, এমবাপ্পের কাছে যেসব গাড়ি আছে, তার মধ্যে ফেরারি ৪৮৮ পিসতা উল্লেখযোগ্য। এই গাড়ির বাজার মূল্য প্রায় ৫ লাখ ডলার। পাশাপাশি তাঁর কাছে আছে ৩ লাখ ডলার মূল্যের ফেরারি ৪৫৮। সামনে হয়তো সংগ্রহের এ তালিকা আরও বড় হবে। তবে কখনো সেসব গাড়ি নিজে চালিয়ে দেখার শখ হবে কি না, তা এখনই বলা যাচ্ছে না।

কানপুর টেস্টে বিপদ হয়ে দাঁড়িয়েছে বৃষ্টি

আপনজন ডেস্ক: কানপুরে বৃষ্টি পড়ছিল গতকাল রাত থেকেই। কখনো ঝিরিঝিরি, কখনো অঝোর ধারায়। সকালে বৃষ্টি না এলেও আকাশ ছিল মেঘলা। যে কোন সময় বৃষ্টি নামবে, অবস্থাটা ছিল এমন। এর মধ্যেই কানপুরের গ্রিন পার্ক স্টেডিয়ামের গ্যালারি কানায় কানায় ভরে যায় দর্শকে।
তিন বছর পর ঘরের মাঠে টেস্ট ম্যাচ হচ্ছে, সেই রোমাঞ্চ অনুভব করতেই ঝড়বৃষ্টির উপেক্ষা করে মাঠে এসেছে শিক্ষার্থীসহ সাধারণ দর্শক। কিন্তু বৃষ্টি কেড়ে নিল কানপুর টেস্টের প্রথম দিনের প্রায় দুই সেশনের খেলা।
সারা দিনে খেলা হয়েছে মাত্র ৩৫ ওভার, এই সময়ের মধ্যে বাংলাদেশ দল যা ব্যাটিং করেছে, তা প্রশংসা করার মতো। বৃষ্টিতে দিনের খেলা আগেভাগেই শেষ হওয়ার আগে ৩ উইকেট ১০৭ রান করেছে বাংলাদেশ।
আগের রাতের বৃষ্টির কারণে আউটফিল্ড ভেজা থাকায় খেলা শুরু হলো নির্ধারিত সময়ের এক ঘণ্টা পর। টসে জিতে ভারত বাংলাদেশকে ব্যাটিংয়ে পাঠায়। লাঞ্চ বিরতি পর্যন্ত ২৬ ওভার খেলা হয়। এরপর আবার বৃষ্টি নামলে ৪০ মিনিট খেলা বন্ধ ছিল। সে সময় দুই দল লাঞ্চ বিরতিতে যাওয়ার খুব একটা ক্ষতি হয়নি। কিন্তু দ্বিতীয় সেশনে মাত্র ৯ ওভার খেলা হওয়ার পর ঝুম বৃষ্টি নামে। এতটাই যে আম্পায়াররা দিনের খেলা পরিত্যক্ত ঘোষণা করেন।
মেঘলা কন্ডিশনে বাংলাদেশ দলের ব্যাটসম্যানদের কঠিন পরীক্ষা নিয়েছেন ভারতের পেসাররা। বুমরা, সিরাজ ও আকাশদীপরা বারবার বাংলাদেশ দলের টপ অর্ডার ব্যাটসম্যানদের পরাস্ত করেছেন। সবচেয়ে বেশি কার্যকরী ছিলেন আকাশদীপ। রাউন্ড দ্য উইকেট থেকে বাংলাদেশ দলের বাঁহাতি টপ অর্ডার ব্যাটসম্যানদের রানের গতি কমিয়েছেন, বাড়িয়েছেন চাপ। উপহার হিসেবে পেয়েছেন দুই ওপেনার জাকির হাসান ও সাদমান ইসলামের উইকেট।
অশ্বিন আজ আরও একবার দেখিয়েছেন, তিনি কেন টেস্ট ক্রিকেটের সেরা বাঁহাতি ঘাতক। পরে রবিচন্দ্রন অশ্বিনের বলে আউট হয়েছেন আরেক বাঁহাতি নাজমুল হোসেনও। তবু এমন পেস সহায়ক কন্ডিশনে টসে জিতে বাংলাদেশ দলের টপ অর্ডারে দ্রুত ফাটল ধরাতে পারেনি ভারত। সব মিলিয়ে আগে বৃষ্টিতে খেলা বন্ধ তহওয়ার আগে যতটুকু খেলা হয়েছে, সেখানে বাংলাদেশ-ভারত সমানে সমান। ওপেনার জাকির আজ ২৪ বল খেলে কোনো রান না করে আউট হয়েছেন। আর সাদমান ৩৬ বলে ২৪ রান করে এলবিডব্লিউর ফাঁদে পড়েন। তবে দুজনের ৫১ বলে ২৬ রানের উদ্বোধনী জুটি ছোট হলেও নাজমুল ও মুমিনুলের কাজটা কিছুটা হলেও সহজ করেছে।
নাজমুল ইনিংসের শুরুতে আক্রমণাত্মক ছিলেন। মুমিনুল খেলছিলেন ছেড়ে ছেড়ে। টপ অর্ডারে বাঁহাতি বেশি হওয়ায় রবিচন্দ্রন অশ্বিনকে ইনিংসের অষ্টম ওভারেই বোলিংয়ে আনেন ভারতের অধিনায়ক রোহিত শর্মা। নাজমুল প্রতি আক্রমণে অশ্বিনকে ভালোই সামলাচ্ছিলেন।
কিন্তু অশ্বিন আজ আরও একবার দেখিয়েছেন, তিনি কেন টেস্ট ক্রিকেটের সেরা বাঁহাতি ঘাতক। অফ স্টাম্পের বাইরে লম্বা সময় ধরে ফ্লাইট মেশানোর বল দেওয়ার পর ইনিংসের ২৮ তম ওভারে আসে অশ্বিনের স্টাম্প তাক করা আর্ম বল। গতিময় সে বলটি সামনের পায়ে ডিফেন্স করতে গিয়ে এলবিডব্লিউ নাজমুল। রিভিউ নিয়েও রক্ষা হয়নি বাংলাদেশ অধিনায়কের। দারুণ শুরুর পরও ৫৭ বলে ৩১ রানে থামে তাঁর ইনিংস।
ওপাশে মুমিনুল টিকে থাকায় রক্ষা। তিনি অশ্বিনের বলে এক-দুই রান নিয়েছেন। বুমরার বলে খেলেছেন আপার কাট। কখনো সেটি গিয়েছে কিপারের ওপর দিয়ে, কখনো স্লিপ কর্ডনের ওপর দিয়ে। তবে বৃষ্টিতে খেলা থামার আগে তিনিই ছিলেন বাংলাদেশের ভরসার নাম। ৮১ বল খেলে ৭টি চারে ৪০ রানে অপরাজিত আছেন তিনি, মুশফিক খেলছেন ১৩ বলে ৬ রানে। ২ উইকেট নেওয়া আকাশ দীপ ছিলেন আজ ভারতের সেরা বোলার।

সংক্ষিপ্ত স্কোর
বাংলাদেশ ১ম ইনিংস: ৩৫ ওভারে ১০৭/৩ (জাকির ০, সাদমান ২৪, মুমিনুল ৪০*, নাজমুল ৩১, মুশফিক ৬*; আকাশ দীপ ২/৩৪, অশ্বিন ১/২২, বুমরা ০/১৯, সিরাজ ০/২৭)।
* ১ম দিনের খেলা শেষে, টস: ভারত।

বোরজার হ্যাটট্রিকে ফের হারতে হল ইস্টবেঙ্গলকে

আপনজন ডেস্ক: শুক্রবার সল্টলেক স্টেডিয়ামে ইস্টবেঙ্গলকে ৩-২ গোলে হারিয়ে ইন্ডিয়ান সুপার লিগে (আইএসএল) ২০২৪-২৫ মরশুমের প্রথম জয় নিশ্চিত করল এফসি গোয়া। ইস্টবেঙ্গলের সর্বাত্মক প্রচেষ্টা সত্ত্বেও, এফসি গোয়া রাতে বোরজা হেরেরার উত্তেজনাপূর্ণ হ্যাটট্রিকে উজ্জীবিত হয়েছিল যেটা মরসুমের প্রথম হ্যাটট্রিক। টানা দুম্যাচ হেরে গোয়ার মুখোমুখি হয়েছিলেন ক্লেটন সিলভারা।
দলে চোট-আঘাতের সমস্যা। সেখান থেকে মুক্তির উপায় খুঁজছিল ইস্টবেঙ্গল। ঘরের মাঠে দুরন্ত ফুটবল হয়তো আশা দিত লাল-হলুদ ভক্তদের। সেটা এদিনও হল না। শেষ মুহূর্তের দুরন্ত লড়াইয়েও গোয়ার কাছে হারতে হল কুয়াদ্রাতের দলকে। ম্যাচের ফলাফল গোয়ার পক্ষে ৩-২।
এদিন গোয়ার বিরুদ্ধে কুয়াদ্রাত যে টিম নামিয়েছিলেন, তা আশ্চর্য করার মতো। অবশ্য দলে চোট-আঘাতের সমস্যায় তাঁরও হাত-পা বাঁধা। তার উপর আগের ম্যাচে গোলকিপার প্রভসুখন গিলের পারফরম্যান্স হতাশাজনক। এদিন তেকাঠির তলায় ফিরলেন অভিজ্ঞ দেবজিৎ। আক্রমণভাগে ফিরলেন পুরনো মুখ ক্লেটন সিলভা। তবে চমক দিয়ে কুয়াদ্রাত মাঝমাঠে খেলালেন হেক্টর ইউস্তেকে। সাইড ব্যাকে খেললেন সৌভিক চক্রবর্তী। ম্যাচের ২০ মিনিটের মধ্যেই ২ গোলে পিছিয়ে পড়ে ইস্টবেঙ্গল। আর দুটো গোলই করলেন লাল-হলুদের প্রাক্তনী বোরহা হেরেরা। ১৩ মিনিটের মাথায় বাঁ দিক থেকে আনোয়ারকে পিছনে ফেলে এগিয়ে যান ড্রাকিচ। তিনি যে নীচু ক্রসটা রাখলেন তা কোনও মতে বাইরে ঠেলে দেন দেবজিৎ। কিন্তু পিছন থেকে যখন বোরহা এগিয়ে আসছিলেন, তাতে লাল-হলুদের কোনও ডিফেন্ডারই কভার করেনি। জালে বল জড়িয়ে দিতে বিন্দুমাত্র ভুল করেননি তিনি।
২০ মিনিটের দ্বিতীয় গোলটির দায় হিজাজি মাহেরের। বিপদহীন একটা বল নিয়ে অযথা সময় নষ্ট করলেন। তার পর তুলে দিলেন বরিসের পায়ে। তাঁর অ্যাসিস্ট থেকে গোয়াকে ফের এগিয়ে দিলেন বোরহা। অবশ্য দ্বিতীয় গোলটা খাওয়ার পর যেন একটু হুঁশ ফেরে ইস্টবেঙ্গলের। সক্রিয় হয়ে ওঠেন তালালরা। যার ফল পাওয়া গেল ২৯ মিনিটের মাথায়। মাঝমাঠ থেকে ভাসানো বল ধরে বক্সে ঢুকে পড়েছিলেন তালাল। গোয়ার ডিফেন্ডার নিম দোর্জি তাঁকে আটকালে পেনাল্টি পায় ইস্টবেঙ্গল। তালালের পেনাল্টি থেকেই এক গোলের ব্যবধান কমায় তারা। প্রথমার্ধে ২-১ গোলে এগিয়ে ছিল গোয়া।
স্বাভাবিকভাবেই আশা করা গিয়েছিল দ্বিতীয়ার্ধে আরও তেড়েফুঁড়ে খেলবেন ক্লেটনরা। সেই প্রত্যাশা অবশ্য মাঠে খুব একটা পূরণ হতে দেখা যায়নি। টানা আক্রমণ চালিয়ে যান বোরিস-বোরহারা। একাধিক গোলে এগিয়েও যেতে পারত গোয়া। আর সেটাই হল ৭০ মিনিটে। এবারও সেই বোরহা। বাঁদিক থেকে যখন বল নিয়ে ঢুকছেন, তার আশেপাশে ইস্টবেঙ্গলের কোনও ডিফেন্ডার নেই। অনায়াসে হ্যাটট্রিক করে গেলেন তিনি। তার পরই রেড কার্ড দেখেন গোয়ার ম্যাকহিউ। কিছুক্ষণের মধ্যেই গোল ইস্টবেঙ্গলের। ডেভিডের গোলে ব্যবধান কমায় লাল-হলুদ। তাতেও শেষরক্ষা হল না।
এদিন হ্যাটট্রিক হল ইস্টবেঙ্গলেরও। তবে সেটা হারের। টানা তিন ম্যাচ হারার পর ইস্টবেঙ্গল চলে গেল লিগ টেবিলের বারো নম্বরে।

অবসরের পরের দিনই নতুন চাকরি পেলেন ব্রাভো

আপনজন ডেস্ক: সব ধরনের ক্রিকেট ছেড়েছেন ডোয়াইন ব্রাভো। এটা পুরোনো খবর। নতুন খবর হচ্ছে, ক্রিকেট ছাড়ার এক দিন পরই নতুন দায়িত্বে যোগ দিয়েছেন ব্রাভো। আইপিএলে বর্তমান চ্যাম্পিয়ন কলকাতা নাইট রাইডার্সে মেন্টর হয়েছেন ওয়েস্ট ইন্ডিজের সাবেক ক্রিকেটার।
গৌতম গম্ভীরের স্থলাভিষিক্ত হলেন এই ওয়েস্ট ইন্ডিজ তারকা। গত মৌসুমে কলকাতাকে আইপিএল ট্রফি জেতানোর পর ভারত ক্রিকেট দলের প্রধান কোচের দায়িত্ব নিয়েছেন গম্ভীর।
আইপিএলে কোনো ফ্র্যাঞ্চাইজির কোচিং স্টাফে যোগ দেওয়া ব্রাভোর জন্য নতুন নয়। ২০০৮ থেকে ২০২২ সাল পর্যন্ত আইপিএলে খেলা ব্রাভো গত দুই মৌসুমে চেন্নাই সুপার কিংসের বোলিং কোচের দায়িত্বে ছিলেন। ২০২২ সালে খেলোয়াড় হিসেবে আইপিএল ছাড়া ব্রাভো আন্তর্জাতিক ক্রিকেটকে বিদায় জানিয়েছেন ২০২১ সালে।
চেন্নাই ছিল ব্রাভোর পরিবারের মতো। ২০১১ সাল থেকে খেলা দলটির হয়ে চারটি শিরোপা জিতেছেন ব্রাভো, যার তিনটি ক্রিকেটার হিসেবে। কোচ হিসেবে যোগ দিয়েছিলেন ২০২৩ সালে, প্রথম মৌসুমেই জিতেছিলেন শিরোপা। এ ছাড়া গত টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে আফগানিস্তানের বোলিং কোচের দায়িত্ব পালন করেছেন ব্রাভো।
ইএসপিএনক্রিকইনফো জানিয়েছে, ব্রাভো সম্প্রতি সিপিএল চলার সময়ে কলকাতা নাইট রাইডার্সের সিইও ভেঙ্কি মাইশোরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন। এরপর দীর্ঘ মেয়াদে চুক্তির সিদ্ধান্ত এসেছে। শুধু আইপিএলে কলকাতার নয়, ব্রাভো বিভিন্ন লিগে নাইট রাইডার্স ফ্র্যাঞ্চাইজির সব দলের দায়িত্বে থাকবেন।
কলকাতার দায়িত্ব নিয়ে এক বিবৃতিতে ব্রাভো বলেছেন, 'সিপিএলে ১০ বছর ধরে আমি ত্রিনবাগো নাইট রাইডার্সের সদস্য। বিভিন্ন লিগে নাইট রাইডার্সের হয়ে ও বিপক্ষে খেলেছি, তারা যেভাবে কাজ করে সেটার প্রতি আমার অনেক শ্রদ্ধা আছে।'
স্বীকৃত টি-টোয়েন্টিতে সর্বোচ্চ উইকেটের মালিক ব্রাভো। ৫৮২ ম্যাচের ৫৪৬ ইনিংসে বোলিং করে নিয়েছেন ৬১৩ উইকেট।
ক্যারিবিয়ান প্রিমিয়ার লিগে (সিপিএল) এবারের মৌসুম শেষ করে অবসর নিতে চেয়েছিলেন তিনি। কিন্তু গত মঙ্গলবার সিপিএলে সেন্ট লুসিয়া কিংসের বিপক্ষে ম্যাচে কুঁচকিতে চোট পান ত্রিনবাগো নাইট রাইডার্সের এই অলরাউন্ডার।
এতে সিপিএলের বাকি মৌসুম থেকে ছিটকে পড়া নিশ্চিত হয়ে গেছে। এরপর সব ধরনের ক্রিকেট ছাড়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন ওয়েস্ট ইন্ডিজের হয়ে দুবার টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ জেতা ব্রাভো। এক দিন পরই এসেছে নতুন ঘোষণা।

কিং কোহলির প্রত্যাবর্তনের আশায় বুক বাঁধছে গোটা বিশ্ব!

মারুফা খাতুন

আপনজন: কিং কোহলি নামটা বাঙালির আবেগে মিশে গেছে। শুধু বাঙালি বললে ভুল বলা হবে, গোটা বিশ্ব চেনে এক নামে- 'কিং কোহলি'। তার জনপ্রিয়তা এতটাই তুঙ্গে যে নিউ ইয়র্ক সিটির টাইম স্কোয়ারে লাইফ সাইজ সি জি আই স্ট্যাচু তৈরি করা হয়। বর্তমানে ভারত টেস্ট ক্রিকেটের অংশীদার, নিজেদের অনবদ্য পারফরমেন্সের দ্বারা নিজেদের সেরাটা দিয়ে চলেছে। বিহারী উল্লেখ করেছেন যে, বিরাট কোহলির ফর্ম নিয়ে ভারতীয় ক্রিকেট দলের খুব বেশি চিন্তা করা উচিত নয়, কারণ তারা জানে যে তিনি এই বছরের শেষের দিকে বর্ডার-গাভাস্কার ট্রফির সময় যখন বড় চ্যালেঞ্জ আসবে তখন তিনি দলের জন্য রান করবেন। তার পূর্বনির্ধারিত মানদন্ডের উপর ভিত্তি করে এই বছর ভারতের প্রতিনিধিত্ব করার সময় কোহলির সমস্ত ফরমাটে পারফরম্যান্স হতাশা জনক হয়েছে। এই বছর ১৬ টি ম্যাচে তিনি তিনটি ফরমেটে ১৮.৭৬ এর খারাপ গড় সহ ৩১৯ রান সংগ্রহ করেছেন। এই পুরো সময় জুড়ে কোহলি শুধুমাত্র একটি ফিফটি করতে পেরেছেন, যা জুনে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের ফাইনালে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে একটি ম্যাচে গুরুত্বপূর্ণ ছিল। বিরাট কোহলির অবশ্যই ইতিবাচক মনোভাব থাকতে হবে এবং অবশ্যই তা জোরালোভাবে আছে, আর তার প্রমাণ আমরা প্রতিনিয়তই পাই। ধ্রুব সত্য এটাই যে, বিরাট দীর্ঘদিন ধরে টেস্ট ক্রিকেটে অংশগ্রহণ করেননি। তার পূর্বের প্রতিশ্রুতির কারণে ইংল্যান্ড টেস্ট সিরিজে অংশগ্রহণ করতে পারেননি। আর এই দীর্ঘদিনের বিরতির পর নিজের পুরনো ছন্দে ফিরে আসতে, সেই মানসিক জায়গা পেতে যে কারোরই সময় লেগে থাকে, আর বিরাটেরও তাই হচ্ছে। আর এটাতে কোন কিছু বিচার করা যায় না। কোন ম্যাচে ভালো খেললে সেটা নিয়ে প্রশংসায় পঞ্চমুখ আর তার পরের ম্যাচে ভালো রান করতে না পারলে তাকে নিয়ে ট্রোল করা এখন মানুষের দৈনন্দিন জীবনের কাজ হয়ে উঠেছে, ভালো ইনিংসের কথা তখন আর কেউ মনেই রাখেনা। কথাতেই আছে 'Don't judge a book by it's cover', তাই কোহলি-কেও বিচার করা উচিত নয় এই সিরিজের দ্বারা। বিহারী আশ্বস্ত করেছেন যে বিরাটের ফর্ম নিয়ে ভারতের চিন্তা করার দরকার নেই কারণ, আসল টেস্ট যখন আসবে তখন তিনি কিং-এর মত দাঁড়িয়ে রান মেশিনের মত রান করবেন, যেভাবে এতদিন করে এসেছেন। এমনিতেই এই বছর আইপিএল ২০২৪ এর সিজনের থেকে কোহলিকে নিয়ে একটি স্লোগান খুবই জনপ্রিয়তা লাভ করেছে "Royal by name, Loyal by game", তাই খেলা সংক্রান্ত কোনো বিষয়েই উদ্বিগ্ন হওয়ার কোন দরকারই নেই,। আর এটাই তো প্রথম নয় যে বিরাট লীন প্যাচের সম্মুখীন হয়েছেন। তবে বর্তমান রান সম্ভবত সবচেয়ে বেমানান। শচীন, গাভাস্কার এবং প্রাক্তন কোচ রাহুল দ্রাবিড় এই ব্যাটিং কিংবদন্তিদের মধ্যে টেস্টে রানের নিরিখে কোহলি চতুর্থ স্থানে রয়েছেন। তবে তেন্ডুলকরের সর্বাধিক টেস্ট রানের রেকর্ড ভাঙার থেকে কিছুটা দূরেই রয়েছেন কোহলি। তাই আশা রাখা যাচ্ছে যে খুব শীঘ্রই একটি বড় টেস্ট মৌসুম সামনে রেখে ফর্মে ফিরে আসবেন তিনি। এই আশাতেই বুক বাঁধছে তার সমস্ত ভক্তরা।

'টাইগার রবি'কে মারধরের অভিযোগ

আপনজন ডেস্ক: বাংলাদেশ দলের সুপার ফ্যান 'টাইগার রবি'কে হাসপাতালে নিয়ে গেছে উত্তর প্রদেশ পুলিশ। কানপুরে বাংলাদেশ ও ভারতের দ্বিতীয় টেস্টের সময় গ্যালারিতে ভারতীয় সমর্থকেরা রবিকে হেনস্তা করেছে বলে অভিযোগ করেছেন তিনি। তাঁর পাঁজরে আঘাত করার কথাও বলেছেন বাংলাদেশ দলের এই সমর্থক। পরে তাঁকে পুলিশ চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে পাঠায়।
কানপুর গ্রিন পার্ক স্টেডিয়ামের মিডিয়া সেন্টারে দায়িত্বরত এক পুলিশ কর্মকর্তা রবিকে হাসপাতালে পাঠানোর বিষয়টি নিশ্চিত করে প্রথম আলোকে বলেছেন, 'আমরা তাঁকে হাসপাতালে পাঠিয়েছি। তাঁর কোনো সমস্যা হয়েছে কি না সেটা চিকিৎসকেরা পরীক্ষা করে দেখবেন।
তিনি দাবি করেছেন তাঁকে হেনস্তা করা হয়েছে।'
পুরো ঘটনা খতিয়ে দেখা হবে বলেও জানিয়েছেন সেই পুলিশ কর্মকর্তা, 'আমাদের সিসিটিভি ক্যামেরা আছে। আমরা দেখব সেখানে আসলে কী ঘটেছে।'
কানপুর টেস্টের প্রথম দিন মধ্যাহ্ন বিরতির সময় বৃষ্টি নামতে শুরু করে। এ সময় টাইগার রবি গ্যালারির ভেতরের অংশে চলে যান। সেখানে কিছু স্থানীয় সমর্থকের সঙ্গে কথা কাটাকাটি থেকে হাতাহাতি হয়েছে বলে অভিযোগ করেন তিনি।

মুদ্রক, প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী জাইদুল হক কর্তৃক ৯৪/২ কলিন স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬ থেকে প্রকাশিত ও সমর প্রিন্টেক, ২৯ তপসিয়া রোড সাউথ, কলকাতা-৭০০০৪৬ থেকে মুদ্রিত। **সম্পাদকীয় দফতর:** আপনজন পাবলিকেশন, ৬ কিড স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬। সম্পাদক: **জাইদুল হক।**
Printed, Published and owned by Zaidul Haque, Published from 94/2 Collin Street, Kolkata-700016, Printed at Samar Printech, 29 Topsia Road South, Kolkata-700046. **Editorial Office:** 6 Kyd Street, Kolkata-700016. M: 9748892902 **Editor: Zaidul Haque**